বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>015>>31 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১৫ >> << ৩১শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

# বালি পাচার নিয়ে তল্লাশি ইডি-র, ভোটের আগে সক্রিয়তার অভিযোগ

**কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ** বালি পাচার তদন্তে ফের অভিযান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা তল্লাশি করেছে।

নদীর বুক থেকে বালি তুলে পাচার করে দেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায়। এতে যেমন পরিবেশের ক্ষতি, তেমনই রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয় রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি।

বালি পাচারে তল্লাশি

অনেক দিনের বিরতির পরে মাসখানেক আগে ৯ সেপ্টেম্বর বালি পাচারের তদন্তে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেদিন পাওয়া সূত্র ধরে বৃহস্পতিবারের আর এক দফার অভিযান। ভোর থেকে একযোগে সাত-আটটি জায়গায় তল্লাশি শুরু করেন আধিকারিকরা।

গত মাসের অভিযানে বিপুল অংকের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বালি ব্যবসায়ী সৌরভ রায়ের বাড়িতে হানা দিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, সেখান থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। একই দিনে গোপীবল্লভপুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

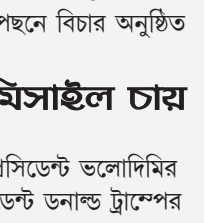

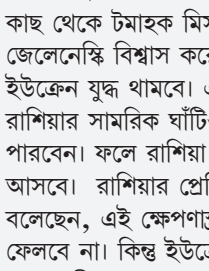

আগের দিনের সূত্রের উপর ভিত্তি করে এদিন সকাল থেকে ফের তল্লাশি শুরু হয় পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানে। কলকাতার বেন্টিংক স্ট্রিটেও অভিযান চালায় ইডি। আধিকারিকদের একাধিক দল বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে।

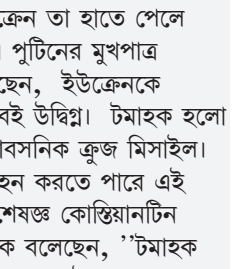

লালগড়ের সিজুয়ায় সৌরভের খাদান রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিন সকালে ইডি আধিকারিকদের দল যখন সেখানে পৌঁছান, খাদানে তখন বালি তোলা হচ্ছিল। লরির সারি দাঁড়িয়েছিল সেই এলাকায়। বালি তোলার কাজ চললেও যার পরিচালনায় এ কাজ হচ্ছে, এমন কাউকে সেখানে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়নি। খাদান লাগোয়া অফিস তালাবন্ধ ছিল। পরে সেখানে কর্মীদের ডেকে পাঠানো হয়।

সূত্রের খবর, গোপীল্লভপুরের সুমিত্রাপুরে একটি দোতলা বাড়িতে সৌরভের অফিস রয়েছে। সেই অফিসে যখন আধিকারিকরা পৌঁছান, তখন সেটিও তালাবন্ধ ছিল। আধিকারিকরা সৌরভের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সেটি ছিল সুইচড অফ।

আসানসোলে ইডি-র নজরে বালি ব্যবসায়ী মণীশ বাগারিয়া। মুর্গাশোলে তার বাড়িতে হানা দেয় সংস্থা। ভোর ছটা নাগাদ ইডি আধিকারিকদের দল সেখানে পৌঁছয়। তিনতলা প্রাসাদোপম বাড়িতে সেই সময় মণীশ উপস্থিত ছিলেন না বলে সূত্রের খবর।

একই সঙ্গে কলকাতার ডালহৌসি চত্বরে বেন্টিংক স্ট্রিটে একটি অফিসে পৌঁছন তদন্তকারীরা। সেখানেও ভোরে হানা দেন তারা। যে অফিসে আধিকারিকরা প্রবেশের চেষ্টা করেন, সেটাও ছিল বন্ধ।

এর আগের দফায় গোপীবল্লভপুর জহিরুল শেখের বাড়িতে অভিযান হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রের খবর, তিনি ভিলেজ পুলিশ হিসেবে কাজ করতেন, পরে বালির ব্যবসায় যুক্ত হন। তার একাধিক খাদান রয়েছে। এছাড়া আগের দিন বেহালা ও সল্টলেকের দুটি অফিসে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। নদীয়ার কল্যাণীতে অভিযান চালানো হয়।




বালি পাচারে দুর্নীতি

বালি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে, তার বাইরে থেকেও বালি তোলা হয়। অর্থাৎ যে জায়গার অনুমতি নেই, সেখান থেকে বালি তুলে পাচার করে দেয়া হচ্ছে। এই ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত, তারা রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার নিশানায়।

এই সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ইসিআইআর দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই তদন্তে ফের গতি আসায় আবার উঠে গিয়েছে পুরোনো প্রশ্ন।

আর কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কি ফের সক্রিয় হচ্ছে ইডি? এই প্রশ্ন তুলেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েকদিন আগে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিসে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুর নিযোগে দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি।

ইডি-সিবিআইকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, ইডি ও সিবিআইয়ের তদন্তকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এর আগে এর আগে তদন্তকারী সংস্থা তৃণমূলের দুজন সিনিয়র নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। তাপস রায় ও সুজিত বসু। এক বছর পরে আবার সুজিত বসুর বাড়িতে অভিযান চালানো হল। কিন্তু তাপস রায় যেহেতু দল বদলে ফেলেছেন, তাই তার বাড়িতে অভিযান হলো না। তাহলে কি তাপস রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ থাকলো না? এটা দেখে মনে হয়, ইডি, সিবিআই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা দক্ষিণপন্থি রাজনীতির চেনা ছক।

সুমনের বক্তব্য, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও দেখা যায়। রাজস্থানে ভোটের সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে ইডি অভিযান চালিয়েছিল। ভোটে বিজেপি জিতে গেল, তারপর আর গেহলটের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হচ্ছে বলে কি দেখা যাচ্ছে? দুর্নীতিতে তদন্তের বিষয়টাকে বিজেপি হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতা ও পর্যবেক্ষক বিমলশঙ্কর নন্দ বলেন, দুর্নীতির তদন্ত কখনো সময়সীমা বেঁধে হয় না। পর্যাপ্ত তথ্য হাতে এলে তদন্তকারী সংস্থা ফের কাজ শুরু করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল শুধু অন্যায় করে না, অন্যায় ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা তৈরি করা হয়। এখানে তথ্য জোগাড় করা কঠিন।

অর্থলগ্নি সংস্থা সারদা, নারদ স্টিং অপারেশন, বালি পাচার, কয়লা পাচার থেকে হালের নিযোগে দুর্নীতি, এমন অনেক মামলা রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে। কিন্তু তদন্তের দীর্ঘসূত্রতায় বিরক্ত খোদ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এনিয়ে সদ্য নিজের অসন্তোষ জানিয়েছেন।

বিমলশঙ্কর বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির আরো সক্রিয় হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে তদন্তে দেরি হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বার্তা যাচ্ছে যে, তদন্তকারীরা ঠিকভাবে কাজ করছেন না। এই বদনাম ঘোচাতে তাদের দ্রুত তদন্ত চালানো উচিত, যাতে দোষীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক সাজার ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ▶ সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিনের সমাধিক্ষেত্রে এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার পাশাপাশি তার বাসভবনে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

# জুবিন গর্গ কাজিরাঙ্গার সমতুল্য, তার মৃত্যুর দ্রুত তদন্ত করে এক্ষেত্রে ন্যায় দেওয়ার জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর




**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** নিজের ১৭ বছর বয়সে কাজিরাঙ্গায় ট্রাকিং করতে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এরপর থেকেই কাজিরাঙ্গার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। তবে গণ শিল্পী জুবিন গর্গ নিজেকে কাজিরাঙ্গা বলে অভিহিত করার পর রাজ্যে এসে এই বিষয়টি তিনি অনুভব করতে পেরেছেন বলে মন্তব্য করেন এই কংগ্রেস নেতা। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিনের সমাধিক্ষেত্রে এসে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়া মহানগরের কাহিলীপাড়া স্থিত জুবিনের বাসভবনে এসে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করার পাশাপাশি শোকাগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত পূর্বেই ঘোষণা করা অনুযায়ী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার দুপুরে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে সরাসরি সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিনের সমাধিক্ষেত্রে চলে যান। সেখানে অসমের হৃদয়ের শিল্পী জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন তিনি। জুবিনের সমাধির উপর অসমীয়া গামছা রেখে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এর অংশ হিসেবে ধুপকাঠি মোমবাতি জ্বালানোর পাশাপাশি একটি গাছের পুলি রোপণ করেছেন রাহুল গান্ধী। সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ, প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংহ, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকীয়া, কংগ্রেস সাংসদ রকিবুল হোসেন, প্রদ্যুৎ বরদলৈ সহ দলটির অন্যান্য সাংসদ, বিধায়ক এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে সোনাপুর থেকে সরাসরি কাহিলীপাড়ার বাসভবনে এসে পৌঁছান রাহুল গান্ধী। এরপর তিনি জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ, বোন পামি বরঠাকুর, বাবা কপিল ঠাকুর সহ অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। সেই সময় তার সঙ্গে ছিলেন জিতেন্দ্র সিংহ, গৌরব গগৈ, দেবব্রত শইকীয়া,রকিবুল হোসেন প্রমুখ। জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন তিনি যখন ১৭ বছরের ছিলেন তখন সিকিমে মাউন্টেনিং কোর্স করতে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে যতদিন তিনি প্রশিক্ষণে গিয়েছেন তখন কাজিরাঙ্গার পর্বতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কাজিরাঙ্গাকে তার ভালো লাগতো এর কারণ এই পর্বতমালা সত্য স্বচ্ছ কঠিন এবং সুন্দর। রাজ্যে পৌঁছানোর পর গৌরব গগৈ তাকে জানান জুবিন গর্গ নিজেকে কাজিরাঙ্গা বলে অভিহিত করেছিলেন। এই বিষয়টি শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কারণ জুবিনের মধ্যে কাজিরাঙ্গার সেই গুণ গুলো ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় এই নেতা বলেন অসমকে জুবিনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ইতিমধ্যে জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। শুধুমাত্র জুবিনের মৃত্যুর কারণ তাদের জানতে হবে তার পরিবার তাকে জানিয়েছে। এক্ষেত্রে আসল তথ্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেতে হবে। এই ঘটনার স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ভাবে দ্রুত তদন্ত করে জুবিনের সঙ্গে মূলত কি হয়েছিল সেই আসল সত্য উদঘাটন করা এবং সেই সত্য জুবিনের পরিবারকে অবগত করানো সরকারের দায়িত্ব। জুবিনের পরিবারকে যেকোনো ধরনের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। তিনি এবং কংগ্রেস জুবিনের পরিবারের সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন। এই বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন রাহুল। জুবিনকে ভারতরত্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস দাবি করবে কিনা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বর্তমান জুবিনের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন এবং তাকে ন্যায় দেওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান কংগ্রেস এই সংক্রান্তে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধী।

### বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল পর্বে সাড়ে পাঁচ লাখের দেশ কেপ ভার্দে

**কেপ ভার্দে ঃ** আফ্রিকার ছোট্ট একটি দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে ৩-০ গোলে ইসোয়াতিনিকে হারিয়ে ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেলো। মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ থাকেন এই কেপ ভার্দেতে। তাদের দেশ বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার পর রাজধানী প্রাইয়াতে মানুষ নেমে আসেন রাস্তায়। তারা গাড়ির হর্ন বাজাতে থাকেন, শুরু হয়ে যায় নাচ ও গান। শুরু হয়ে যায় উদযাপন। ৩৭ বছর বয়সি জোরগে জুনিয়র লিভরামেন্তো বার্তাসংস্থা এএফপি-কে জানিয়েছেন, ''আমি স্টেডিয়ামে ছিলাম। আমার কাছে এই জয় ব্যাখ্যা করার কোনো ভাষা নেই।'' কোচ পেড্রো ব্রিটো বলেছেন, ''এই জয় কেপ ভার্দের সব মানুষের জয়। তাদের আনন্দ দিতে পেরে আমি ধন্য।''

### বাজার দর

SENSEX : 83952.19 +484.53
NIFTY : 25709.85 +124.55

### রাঁচি PARA UPDATE

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 27.00 °c | 16.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.20 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.47 টা

### গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 1,67,000 টাকা./কিলো

## রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

### ইউক্রেনীয় মিলিশিয়া সদস্যদের রাশিয়ায় কারাদণ্ড

**মাস্কো ঃ** রাশিয়ার একটি সামরিক আদালত শুক্রবার ইউক্রেনের মিলিশিয়া গ্রুপের ১৫ জন সদস্যকে সন্ত্রাসী সংগঠনে অংশগ্রহণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ থেকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তাবিশিষ্ট পেনাল কলোনিতে সাজা ভোগ করবেন। ২০২২ সালে বন্দি এই ব্যক্তিরা ইউক্রেনের আইদার ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ রাশিয়ার রোস্তভ-অন-দন শহরে বন্ধ দরজার পেছনে বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

### কেন টমাহক মিসাইল চায় ইউক্রেন?

**ইউক্রেন ঃ** ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে টমাহক মিসাইল চেয়েছেন। জেলেনেস্কি বিশ্বাস করেন, তারা টমাহক পেলে ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে। এই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তিনি রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করতে পারবেন। ফলে রাশিয়া চাপে পড়বে ও শান্তি আসবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেছেন, এই ক্ষেপণাস্ত্র তাদের সমস্যায় ফেলবে না। কিন্তু ইউক্রেন তা হাতে পেলে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়বে। পুটিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ বলেছেন, ইউক্রেনকে টমাহক নিয়ে মস্কো খুবই উদ্বিগ্ন। টমাহক হলো লক্ষ্যে নিখুঁত থাকা সাবসনিক ক্রুজ মিসাইল। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র বহন করতে পারে এই মিসাইল। সামরিক বিশেষজ্ঞ কোস্তিয়ানটিন ক্রিভোলাপ ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''টমাহক এক হাজার ছয়শ থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়ে লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে।'' সামরিক বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রিয়া কোভালেঙ্কো ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''রাডারে ধরা পড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে টমাহক লক্ষ্যে আঘাত করে। টমাহকের তুলনায় রাশিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দুর্বল।''

### যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক এনএসএ বোল্টন অভিযুক্ত

**নিউ ইয়র্ক ঃ** ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা(এনএসএ) জন বোল্টন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথিপত্র নিজের কাছে রেখে দেওয়া ও অন্যকে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হলেন। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এক হাজার পাতার নথি তিনি আত্মীয়দের দিয়েছেন বলে অভিযোগ। ট্রাম্প যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তখন বোল্টন একবছর এনএসএ ছিলেন। ২০১৯ সালে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তারপর থেকে তিনি ট্রাম্পের প্রবল সমালোচক বলে পরিচিত। গত অগাস্টে এফবিআই বোল্টনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। বোল্টনের আইনজীবী বলেছেন, তিনি বেআইনিভাবে কোনো নথি নিজের কাছে রাখেননি, অন্যকেও দেননি।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

# শান্তিরক্ষা মিশন থেকে কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন

**ঢাকা ঃ** কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ পুলিশের ১৮০ সদস্যের কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তহবিল সংকটের কারণে শুধু বাংলাদেশের পুরো কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানোয় দেশের 'কূটনৈতিক সক্রিয়তা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকরা।

কঙ্গো যাওয়ার দেড় মাসের মাথায় বাংলাদেশ পুলিশের ১৮০ সদস্যের কন্টিনজেন্ট ফিরে আসার নির্দেশনা পায়। কন্টিনজেন্টে ৭০ জন নারী পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।

গত ২৬ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশের দলটি কঙ্গোতে পৌঁছানোর পর প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে কিনসাসায় দায়িত্ব পালন শুরু করে তারা। কিন্তু গত বুধবার, অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর থেকে এই কন্টিনজেন্টের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে তাদের। বাংলাদেশ থেকে এই দলটিই সর্বশেষ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যায়।

পুলিশ সদর দপ্তরের ইউএন ডেস্কের অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল্লাহ আল মামুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, এটা শান্তি মিশনের ডাউন সাইজ নীতির কারণে হচ্ছে। এটা মিশনে অংশ নেয়া সব সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই জানায় যে, শান্তিরক্ষা মিশনের এক চতুর্থাংশ শান্তিরক্ষী কমাবে জাতিসংঘ। জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র শান্তি মিশনে তার বাজেট কমিয়ে অর্ধেক করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ১৩ থেকে ১৪ হাজার পুলিশ ও সেনা সদস্যকে মিশন থেকে যার যার দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

এদিকে মিশন প্রধান জঁ পিয়ের লাক্রোঁ ১৬ অক্টোবর তহবিল সংকটের বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করেছেন। জাতিসংঘের শান্তি মিশনগুলোতে সবচেয়ে বেশি তহবিল জোগায় যুক্তরাষ্ট্র। তারা মোট তহবিলের ২৬ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে। এরপরই রয়েছে চীন। প্রায় ২৪ শতাংশ তহবিলের জোগান দেয় তারা।

কিন্তু শান্তি মিশনে আগে কাজ করা পুলিশ ও সোকাহিনীর কর্মকর্তরা বাংলাদেশের পুরো একটি কন্টিনজেন্টকে ফেরত পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের কথা, এটা সব দেশের জন্য আনুপাতিক হারে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের পুরো একটি কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো কূটনৈতিক ব্যর্থতার ইঙ্গি দেয়, বলেন তারা।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এবং সাবেক কূটনীতিক এমদাদুল ইসলাম নিজেও জাকিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করেছেন। কঙ্গো মিশনে ছিলেন তিনি। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, জাতিসংঘ খরচ কমাচ্ছে– এটা সত্য। কিন্তু সেটা আমাদের ওপর কেন? এখানে আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা আছে। ভারত–পাকিস্তানসহ আরো অনেক দেশ তো আছে। তাদের ওপর কেন খড়্গ নেমে আসেনি? আমাদের ওপর কেন এলো? আর পুরো একটি কন্টিনজেন্ট কেন? সব দেশ থেকেই আনুপাতিক হারে হতে পারে।

তিনি মনে করেন, আসলে এখানে আমাদের যোগাযোগের ঘাটতি আছে। যোগাযোগ কয়েক পর্যায়ে রাখতে হয়। আমার মনে হয়, আমাদের সেই যোগাযোগ ছিল না। আর আমাদের যে পুরো একটি কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য খারাপএকটি মেসেজ দেয়। এখন আমারাই টার্গেটে পড়ে গেলাম। এই সময়ে দেশের যে পরিস্থিতি, তা অন্য দেশ তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করবে। আমাদের নিয়ে নানা ইস্যু তৈরির আশঙ্কা আছে।

তিনি বলেন, সম্পর্কের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। এর আগে হাইতিতে আমাদের দুইটি গ্রুপ অল্প সময়ের নোটিশে যেতে পেরেছিল শুধু মিশন প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে। আমরা তো জানতাম ডাউন সাইজ হতে পারে। তারপরও আমাদের কি কোনো তৎপরতা ছিল? আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর কি কোনো কাজ করেছে?

© JOHN WESSELS/AFP/Getty Images

আমরা মিশন প্রধানের সঙ্গে কতটা যোগাযোগ রেখেছি? এইসব প্রশ্ন তো উঠবে। শান্তি মিশনে তো বাংলাদেশ প্রশংসিত। তাহলে ডাউন সাইজে কেন শুধু আমরাই পড়লাম?

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শঙ্কা

আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করেছেন পুলিশের এমন একজন ডিআইজি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের সময়ও এরকম একবার হয়েছিল। সেটা অবশ্য ভিন্ন কারণে। আমাদের গুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে আমাদের ফেরত পাঠানোর কথা ওঠে। তখন আমরা বুঝাতে পেরেছিলাম যে, মেয়াদ শেষ হলেও ওই গুলি আরো এক বছর কার্যকর থাকবে। আর এতে আমাদের সহায়তা করেছিল এক ব্রাজিলিয়ান কর্নেল। তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে সহায়তা করেছিলেন। আমাদের ফেরত আসতে হয়নি। সেটা ২০১৬ সালের ঘটনা। অন্য কয়েকটি দেশের ট্রুপস ফেরত পাঠানো হলেও সম্পর্কের কারণে আমাদের ক্ষেত্রে তখন তা ঘটেনি।

তার কথা, সাইজ ডাউন হচ্ছে সেটা তো সবার জানা। কিন্তু টিকে থাকার জন্য যোগাযোগ বাড়াতে হয়, যোগাযোগ রাখতে হয় মিশন প্রধান, জাতিসংঘ, প্রভাবশালী দেশ – সবার সঙ্গে। এখানে একটা রেডিনেসের বিষয় আছে। সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, ওখানে একটা প্রতিযোগিতা আছে।

তিনি আরো বলেন, এই ফেরত পাঠানোর একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। এটা সবাই জানবে। সবাই এটাকে ব্যবহার করবে। এটা একটা ধাক্কা। প্যারডাইস একবার লস্ট হলে সেটা রিগেইন করতে তো আবার সময় লাগে। রেপুটেশন একবার নষ্ট হলে ফিরে পেতে তো সময় লাগবে।

ডাউন সাইজে আমরাই কেন প্রথম পড়লাম? কেন পুরো একটি কন্টিনজেন্ট? এর মধ্যে কোনো কারণ আছে কিনা? এখানে নানা যোগ্যতার বিষয় আছে। ফলে কোনো ঘাটতি যাদের মধ্যে আছে, তাদের তো বাদ দেয়া হবে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে তা তো জানা দরকার। পুলিশে ইউএন ডেস্ক আছে। সেনাবহিনীতে আছে। তারা সেটা দেখতে পারেন। আর আমাদের এখন আর বসে থাকলে হবে না। কূটনৈতিক তৎপরতা, লবিং জোরদার করতে হবে, বলেন তিনি। তিনি জানান, মিশনে যারা যায়, তাদের সঙ্গে গোলাবারুদ থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়ে যায়। জাতিসংঘ এর ভাড়া দেয়। আর এজন্য ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়। দুই দেশ এবং জাতিসংঘ। যারা হোস্ট কান্ট্রি, তারা চাহিদা দেয়। তারা পছন্দের কথাও জানায়। ফলে সব মিলিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে খুন, গুমের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের নেয়া হয় না। যারা যায়, তারা যে এর সঙ্গে জড়িত নয়, সে ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে হয়। এখন ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনায় তো আমাদের পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাই ওই সময়ের পর থেকেই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার ছিল। বিষয়টি কমনলি ব্যবহার করার সুযোগ নিতে পারে কোনো দেশ।

পুলিশ সদর দপ্তর যা বলছে

পুলিশ সদর দপ্তরের ইউএন ডেস্কের অতিরিক্ত ডিআইডি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এটাকে আমরা ফেরত পাঠানো বলবো না। এটা ডাউন সাইজিং। এটা ইউএন–এর সকল সদস্য রাষ্ট্রেরই, যারা শান্তি মিশনে আছেন, তাদের পুলিশ, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স সব সদস্যই কমানো হচ্ছে। এটা একমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে না। আসলে যেসব এলাকায় এখন থ্রেট কম সেইসব জায়গায় ডাউন সাইজিং করা হচ্ছে। এখন কঙ্গোতে 'থ্রেট' কম, তাই কমানো হচ্ছে। কঙ্গো, সাউথ সুদান সেন্ট্রাল আফ্রিকাসহ আরো যেসব এলকায় আমাদের ফোর্স আছে, তারা ডাউন সাইজিং হয় নাই। যে কন্টিনজেন্ট ফেরত আসছে, তারও ১৮ জন থাকছে। এই ডাউন সাইজিং আমাদের শুধু পুলিশ নয়, সেনা, নৌ, এয়ারফোর্স সবার ক্ষেত্রেই ঘটছে। আবার ট্রাম্প প্রশাসনের যখন নীতির পরিবর্তন হবে, তখন এরা আবার যেতে পারবে, বলেন তিনি।

'এখানে কূটনৈতিক ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই'

প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, এটা জাতি সংঘের সিদ্ধান্ত। তারা কিভাবে ফোর্স কমাবে সেটা তাদের ব্যাপার। এখানে তো আমাদের কিছু করনীয় নেই। আমাদের সফল্য নেই, ব্যর্থতাও নেই।

আমরা যা জানি, তাতে বিভিন্ন দেশের ফোর্সই কমানো হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশের নয়। তবে অন্য কোনো দেশের পুরো কন্টিনজেন্ট এখনো ফেরত পাঠানো হয়নি। আমাদের ক্ষেত্রে কেন এরকম হলো, সেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, বলেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে কূটনৈতিক ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই। যারা এই ব্যর্থতার প্রশ্ন তোলেন, তারা তুলতেই পারেন। সেটা তাদের বিষয়। বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৮৯ সালে আফ্রিকার নামিবিয়া শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে। ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের ২১ হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা বিশ্বজুড়ে ২৪টি দেশে ২৬টি মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ সুদান ও মধ্য আফ্রিকা।

জানা গেছে, কঙ্গো, সেন্ট্রার আফ্রিকান রিপাবলিক এবং দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন মিশনে ধাপে ধাপে সদস্যসংখ্যা কমানো ও প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।এ মুহূর্তে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যাদের পুরো কনটিনজেন্ট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অপরদিকে ক্যামেরুন, সেনেগাল ও মিশরের মতো দেশের কনটিনজেন্ট আংশিকভাবে করা হবে।

## ভিসা-সংকটে বাংলাদেশ

**ঢাকা (এজেন্সী) ঃ** বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন দেশের ভিসা পাওয়া কঠিন হচ্ছে। সংকটে আছেন দেশের বাইরে পড়তে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী এবং কাজ করতে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা। দেশের বাইরে পড়তে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা এখন ইউরোপ, অ্যামেরকি তো বটেই, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভিসা পেতেও নানা জটিলতার মুখে পড়ছেন। ইউরোপের বেশ কিছু দেশের ভিসা নিতে শিক্ষার্থীদের ভারতে যেতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশিদের কাছে ভারতের ভিসাও এখন যেন সোনার হরিণ। ইউরোপের ওই দেশগুলোর ভিসা তাই আরো বেশি দুর্লভ। ডনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সারা বিশ্বের জন্য যে নীতি অবলম্বন করেছেন, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। তবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়তে গেলে ভিসা পাওয়া বাংলাদেশিদের জন্য আগের চেয়ে সহজ হয়েছে বলে জানান বিদেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের এক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর দুতাবাস নেই বাংলাদেশে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ভিসা পেতে হলে ভারতে যেতে হয়। কারণ, ভারতে সেই দেশগুলোর দূতাবাস আছে।আর ভিসার আবেদনের কাজ শেষ করতে সেখানে অন্তত তিন সপ্তাহ থাকতে হয়। মধ্য ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়ার ভিসা পেতে কমপক্ষে তিনবার ভারতে যেতে হয়। কারণ, ওই দেশের ভিসার আবেদন করার পর শিক্ষার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হয়। বাংলাদেশে পর্তুগাল, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশের দূতাবাস নেই। তাই সেই দেশগুলোতে পড়তে যেতে চাইলে শিক্ষার্থীদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে গিয়ে ভিসা সাক্ষাৎকার দিতে হয়। ভারতের বিকল্প হিসেবে ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের দূতাবাস থেকে কিছু দেশের ভিসা আবেদনের ব্যবস্থা করা হলেও এই দুই দেশের ভিসাও বাংলাদেশিদের জন্য সীমিত হয়ে গেছে। ভারতীয় ভিসাও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর সীমিত হয়ে গেছে। জরুরি চিকিৎসা, শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য (যারা ভারত হয়ে তৃতীয় দেশে যাবেন) সীমিত সংখ্যক ভারতীয় ভিসা চালু আছে। তবে গত ১৭ জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা তো (বাংলাদেশে) ভিসা দিচ্ছি। নানা কারণেই ভিসা দেয়া হচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন কারণে ভিসা দিয়ে আসছি। যেমন, ভ্রমণ, চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে, শিক্ষার্থীদের জন্য ইত্যাদি। আমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভিসা প্রদান করছি। কিন্তু সমস্যা আরো আছে। যেমন, জার্মানির দূতাবাস আছে ঢাকায়, তা সত্ত্বেও সে দেশের শিক্ষা ভিসা সাক্ষাৎকার পেতে ২৮ মাস অপেক্ষা করতে হয়। ফলে, জার্মানিতে পড়তে যেতে চাইলে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন বছর আগে প্রস্তুতি নিতে হয় বলে জানিয়েছেন বিদেশে পড়তে যেতে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সিএসবির সিইও জুলফিকার আলী। ফলে ওই দেশে পড়তে যাওয়ার আগ্রহ থাকলেও এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ছেন। কারণ, এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করায় ব্রেক অব স্টাডি হয়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর নিতে চায় না, ডয়চে ভেলেকে বলেন তিনি। বিভিন্ন দেশের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে গত ৮ অক্টোবর সে বিষয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। এক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিরও ভূমিকা রয়েছে সেকথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভিসা নিয়ে দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের রেপুটেশনের প্রশ্নে ভিসা জটিল হয়ে গেছে, আমাদের ঘর গোছাতে হবে। জার্মানিরস্টুডেন্ট ভিসার বিষয়েতৌহিদ হোসেন বলেন, প্রতি বছর জার্মানি পাকিস্তান থেকে ৯ হাজার শিক্ষার্থী নেয়। অন্তত বাংলাদেশ থেকেও একই পরিমাণ শিক্ষার্থী নেওয়ার অনুরোধ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ''জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা উচ্চমানের এবং 'ফ্রি'। এ কারণে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা জার্মানিতে যেতে প্রচণ্ড আগ্রহী। ৮০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে জার্মান দূতাবাসে। জার্মানির রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি চলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, আসলে তার কিছুই করার নেই। তাদের সামর্থ্য হচ্ছে প্রতিবছর দুই হাজার আবেদন নিস্পত্তি করা। তার মানে, তারা এই পরিমাণ আবেদন হ্যান্ডেল করতে পারবেন না, বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা । তিনি জানান, উচ্চশিক্ষা আর কাজের জন্য দূতাবাসে উপস্থিত হয়ে ভিসা নিতে হয়, এটা নিয়েও আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। কারণ, আমাদের এখানে অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত নেই। তাদের অফিস দিল্লিতে। মুশকিল হচ্ছে, ভারতের ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে আমাদের জন্য। এটা নিয়ে আমরা অনেক ভুগছি। আমরা চেষ্টা করছি এটাকে ডাইভারসিফাই করা যায় কিনা।'' এ প্রসঙ্গে বিদেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুকদের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সিএসবির সিইও জুলফিকার আলী বলেন, ইউরোপের যেসব দেশের বাংলাদেশে দূতাবাস নেই, সেই সব দেশের ভিসা পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে। ভারতীয় ভিসা পাওয়াই এখন কত কঠিন! তারপর ভিসা পেলেও ভারতে গিয়ে তৃতীয় দেশের ভিসা পাওয়া আরো চ্যালেঞ্জের। তার কথা, ওইসব দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে হবে। তার আগে ওইসব দেশের সরকারের সাথে ভালো যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। জুলফিকার আলী আরো বলেন, ডনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব নেয়ার পর সারা বিশ্বের ব্যাপারে তার যে সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়।

# পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ি থেকে ৫ কোটি রুপি, বিলাসবহুল গাড়ি, বিপুল সোনাগয়না উদ্ধার

**রূপনগর, পাঞ্জাব (এজেন্সী) ঃ** ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর রেঞ্জের উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) পদে কর্মরত এক জ্যেষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আট লাখ টাকার ঘুষের অভিযোগ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। পরে এই মামলায় তাঁর মালিকানায় প্রায় ৫ কোটি রুপি, বিলাসবহুল গাড়ি, গয়না, দামি ঘড়িসহ বিশাল অবৈধ সম্পত্তির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২০০৯ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা ডিআইজি হরচরণ সিং ভুল্লারকে তাঁর কথিত মধ্যস্থতাকারী কৃষ্ণ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, ডিআইজি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলা 'মিটমাট' করতে এই মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ঘুষ দাবি করছিলেন এবং নিচ্ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নিয়মিত মাসিক চাঁদা চাইতেন।

অভিযোগ ও অভিযান

পাঞ্জাবের ফতেহগড় সাহিবের আকাশ বাট্টা নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ী পাঁচ দিন আগে সিবিআইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলে গতকাল বৃহস্পতিবার মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারী ব্যক্তি জানান, ডিআইজি ভুল্লার তাঁর কাছে আট লাখ রুপি ঘুষ দাবি করেন। নইলে তাঁকে ব্যবসাসংক্রান্ত একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। পরে 'মিটমাট'–এর জন্য মাসে মাসে টাকা দিতে থাকেন।

সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, ভুল্লার তাঁর সহযোগী কৃষ্ণার মাধ্যমে দেওয়া হয় অর্থ দিতে অভিযোগকারীকে বারবার চাপ দিচ্ছিলেন। জব্দ করা একটি কথোপকথনে কৃষ্ণকে বলতে শোনা যায়, 'আগস্টের টাকা দেওয়া হয়নি, সেপ্টেম্বরের টাকা দেওয়া হয়নি।'

অভিযোগ প্রাথমিকভাবে যাচাইয়ের পর সিবিআই চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২১–এ একটি ফাঁদ পাতে। অভিযানের সময় ডিআইজির পক্ষে অভিযোগকারীর কাছ থেকে ৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় কৃষ্ণকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

কর্মকর্তারা জানান, টাকা হস্তান্তরের পরই অভিযোগকারী এবং ডিআইজির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত একটি ফোনকলের ব্যবস্থা করা হয়। সেই কলে অফিসার টাকা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত এবং দুজনকেই তাঁর অফিসে দেখা করতে নির্দেশ দেন।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে সিবিআইয়ের দল ডিআইজি ভুল্লারকে তাঁর মোহালির অফিসে গিয়ে খুঁজে বের করে এবং অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

তল্লাশি ও উদ্ধার

গ্রেপ্তারের পর সিবিআই পাঞ্জাবের রূপনগর, মোহালি ও চণ্ডীগড়ে ভুল্লারের সঙ্গে যুক্ত একাধিক বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। এ সময় উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫ কোটি রুপি, দেড় কেজি সোনা, পাঞ্জাবজুড়ে স্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র, বিলাসবহুল মার্সিডিজ ও অডি গাড়ির চাবি।

এ ছাড়া আরও পাওয়া গেছে ২২টি দামি হাতঘড়ি, লকারের চাবি, আমদানি করা ৪০ লিটার মদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, যার মধ্যে রয়েছে একটি ডাবল–ব্যারেল শটগান, একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও একটি এয়ারগান।

কথিত মধ্যস্থতাকারী কৃষ্ণের বাড়ি থেকে সিবিআই অতিরিক্ত ২১ লাখ রুপি উদ্ধার করেছে।

প্রশ্নবিদ্ধ কর্মজীবন

২০০৯ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা ভুল্লার এর আগে পাতিয়ালা রেঞ্জের ডিআইজি, ভিজিল্যান্স ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক এবং মোহালি, সাঙ্গরুর, খান্না, হোশিয়ারপুর, ফতেহগড় সাহিব ও গুরুদাসপুরের সিনিয়র পুলিশ সুপারসহ (এসএসপি) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০২১ সালে শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) নেতা বিক্রম সিং মাজিঠিয়ার বিরুদ্ধে আলোচিত মাদক পাচার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ তদন্ত দলের (এসআইটি) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভুল্লার। তিনি পাঞ্জাব সরকারের মাদক নেটওয়ার্ক ধ্বংসের লক্ষ্যে চালু মাদকবিরোধী অভিযান 'যুদ্ধ নশিয়ান বিরুদ্ধ'–এও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কর্মকর্তারা বলেন, ভুল্লার মোহালি, রূপনগর ও ফতেহগড় সাহিব জেলার তদারকির জন্য গত বছরের নভেম্বরে রূপনগর রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি পাঞ্জাবের সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) এম এস ভুল্লারের ছেলে।

## আজকের দিনটি

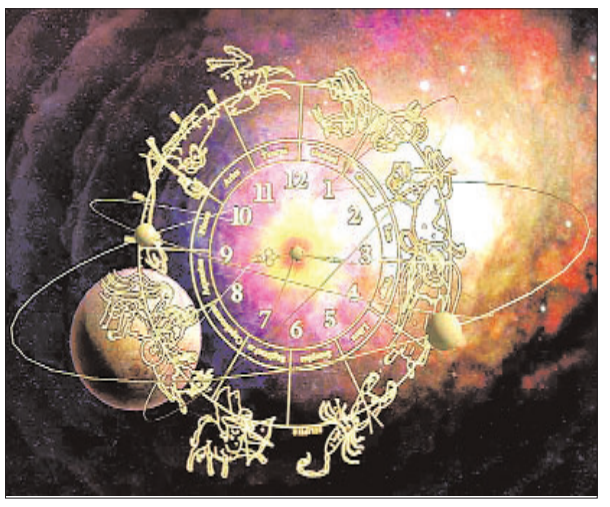

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি–প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান–সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা–বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ–ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# গণ শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের উৎসব আয়োজন না করার জন্য আহ্বান জানানো এক প্যাটার্ন কিংবা পরিকল্পনা হতে পারে বলে আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**দূর্গা পূজা, দীপাবলি বর্জন করার পর এবার ঈদ কিংবা বড়দিন বর্জন করা হবে কিনা সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বলে ঘোষণা**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে অসমের সম্পদ রাজ্যবাসীর হৃদস্পন্দন জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল। কিন্তু জুবিনের মৃত্যু ঘিরে দুর্গাপূজা এবং পূজা ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এবার ঠিক একই ভাবে সামাজিক মাধ্যমে দীপাবলি বর্জনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে হিন্দু সমাজের উৎসব আয়োজন না করার জন্য আহ্বান জানানো এক প্যাটার্ন কিংবা পরিকল্পনা হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দূর্গা পূজা, দীপাবলি বর্জন করার পর এবার ঈদ কিংবা বড়দিন বর্জন করা হবে কিনা সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি।

কেবিনেট বৈঠকের পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন উৎসব বর্জনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যেদিন মানুষ রাজ্যে ঈদ আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেবেন সেই দিন এটা নিশ্চিত হওয়া যাবে যে এখানে কোনো ধরনের প্যাটার্ন নেই। এর জন্য এই সংক্রান্তে তার মতামত সংরক্ষিত থাকলো। তিনি বলেন দুর্গাপূজা আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসর্জন অনুষ্ঠিত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এমনকি দীপাবলি অনুষ্ঠিত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন আসছে। এক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটা তিনি দেখবেন বলে মন্তব্য করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এরপর ঈদ আসবে। সেই ঈদ রাজ্যে আয়োজন করা হবে না কিনা সেটাও তিনি দেখবেন। তবে প্রত্যেকে যদি ঈদ উদযাপন না করেন কিংবা বড়দিন আয়োজন না করেন তাহলে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্যাটার্ন নেই মনে করা হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বোঝা যাবে প্রতি জন ব্যক্তি জুবিনের জন্য দুঃখিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজেদের উৎসবগুলো আয়োজন করেন এবং হিন্দুদের উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে আপত্তি করেন তাহলে বলতে হবে এখানে এক প্যাটার্ন রয়েছে। এর জন্য এদিন তিনি কিছু বলবেন না। এটার জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই সংক্রান্তে এদিন কিছু বলা উচিত হবে না। তবে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য তিন চার পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে। তখনই বোঝা যাবে এই বিষয়ে প্যাটার্ন রয়েছে কিনা বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিন গর্গের সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**সমাধি ক্ষেত্র পূর্ত বিভাগ নির্মাণ করবে তবে এক্ষেত্রে এই কমিটির অনুমোদন নিতে হবে বলে মন্তব্য**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** নানা ধরনের বিতর্কের মধ্যেই অবশেষে গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরের কমারকুচিতে কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গের সমাধি ক্ষেত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সেই স্থান চূড়ান্ত করে সেখানে জুবিনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এবার সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিন গর্গের সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সমাধি ক্ষেত্র রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ নির্মাণ করবে তবে এক্ষেত্রে এই কমিটির অনুমোদন নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে আয়োজিত কেবিনেট বৈঠকে জুবিনের সমাধি ক্ষেত্র নির্মাণ সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সেখানে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই সংক্রান্তে কেবিনেট সিদ্ধান্তের কথা অবগত করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন জুবিনকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য সোনাপুরের কমারকুচির স্থান নির্ধারণ করেছিল রাজ্য সরকার। অবশেষে প্রত্যেকে সেটা গ্রহণ করার পর জুবিন গর্গের শেষকৃত্য সেখানেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। গত এক মাস ধরে এই সমাধি ক্ষেত্রে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুরাগীরা অনবরতভাবে সেখানে যাওয়ার জন্য সমাধির স্থায়ী নির্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে এবার সেই সমাধির স্থায়ী নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগকে দায়িত্ব অর্পণ করেছে কেবিনেট।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন পূর্ত বিভাগ সমাধির স্থায়ী নির্মাণের জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এই সংক্রান্তে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। অর্থাৎ সেখানে নির্মাণ কিভাবে হবে সেই পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদন জানানোর পর রাজ্য সরকার সেটা রূপায়ণ করতে পারবে। পূর্ত বিভাগ নির্মাণ করবে কিন্তু কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সেটা করতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এবার কেবিনেট গঠন করে দেওয়া কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে তিনি বলেন এই কমিটিতে জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ, তার বোন পামি বরঠাকুর, সামন্ত গৌতম, এটা কিনা গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত, বীরেন সিংহা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুরাধা শর্মা পূজারী, অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকিয়া, কণ্ঠশিল্পী পুলক ব্যানার্জি, দুলাল মানকি, কণ্ঠশিল্পী তরালী শর্মা রয়েছেন। এছাড়া শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের যুগ্ম সচিব সুদর্শন ঠাকুর এই কমিটির আহবায়ক কিংবা সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি যেই প্ল্যান কিংবা পরিকল্পনায় অনুমোদন জানাবে সেটাই রাজ্য সরকার রূপায়ন করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## সম্পাদকীয়

# কাবুলদিল্লির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তানকে যে উদ্বেগে ফেলল

সাম্প্রতিক পাকিস্তান ও আফগান তালেবান বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আপাতত বন্দুক নীরব রয়েছে। তবে পরিস্থিতি যেকোনো মুহূর্তে আবার জ্বলে উঠতে পারে। দুই পক্ষের সংঘর্ষ নতুন কিছু নয়। তবে এবারের লড়াইটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাকিস্তানের স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী আফগান সীমান্তজুড়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। বলা হচ্ছে, আফগান তালেবান বাহিনীর পাকিস্তানি সীমান্ত পোস্টে হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এসব আঘাত হানা হয়েছে। উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ও ড্রোন সীমান্ত পেরিয়ে আফগান ভূখণ্ডে তথাকথিত জঙ্গি ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করার জেরেই এ সংঘর্ষ শুরু হয়। বলা হচ্ছে, সম্প্রতি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর একাধিক হামলার মূল পরিকল্পনাকারী বলে অভিযুক্ত তেহরিক–ই–তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) নেতা



নুর ওয়ালি মেহসুদ এসব হামলার মূল লক্ষ্য ছিল। মেহসুদ নিহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া যাচ্ছে। কাবুলসহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হওয়া বিস্ফোরণের পেছনে পাকিস্তানের হাত আছে কি না, সে বিষয়ে পাকিস্তান প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। কিন্তু দেশটির অবস্থান স্পষ্টসীমান্তের ওপার থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর বাড়তে থাকা হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার তার আছে। শুধু চলতি মাসেই বিভিন্ন টিটিপি গোষ্ঠীর হামলায় পাকিস্তানি বহু সেনা ও কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গত এক দশকের মধ্যে এ বছরই সবচেয়ে রক্তাক্ত সময় পার করছে পাকিস্তান। আরও কৌতূহলজনক বিষয় হলো এ উত্তেজনা শুরু হয় তখন, যখন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফরে ছিলেন। গত কয়েক মাসে যখন ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের সঙ্গে তীব্র বিরোধে লিপ্ত, ঠিক সে সময়ে কাবুল ও দিল্লির সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে উষ্ণ হয়েছে। আফগান তালেবান সরকার টিটিপি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাকিস্তানের ধৈর্য ফুরিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইসলামাবাদ এখন বলছে, তাদের কাছে প্রমাণ আছে, আফগান তালেবানের সদস্যরাও পাকিস্তানের ভেতরে সংঘটিত কিছু সন্ত্রাসী হামলায় সরাসরি জড়িত। যুদ্ধ আপাতত থেমে আছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনো উত্তেজনাপূর্ণ। সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াত কার্যত স্থবির হয়ে গেছে। প্রতিবেশী এই দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সংঘাত গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করছে। আশ্চর্যের বিষয়, এ সংঘর্ষের সময়ই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার সম্প্রতি কাবুল সফর করেছিলেন এবং তারপরই ইসলামাবাদ সিদ্ধান্ত নেয়, আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের স্তর বাড়ানো হবে। চীনও উত্তেজনা কমাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছিল। কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক চলছিল, এমনকি কয়েকটি বন্ধ বাণিজ্য রুট আবার খোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত ‘মস্কো ফরম্যাট’ বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগান সরকার পাকিস্তানের বিশেষ দূতের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলকে নিয়মিত বৈঠকের জন্য কাবুলে ঢুকতে দেয়নি। আরও কৌতূহলজনক বিষয় হলো এ উত্তেজনা শুরু হয় তখন, যখন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফরে ছিলেন। গত কয়েক মাসে যখন ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের সঙ্গে তীব্র বিরোধে লিপ্ত, ঠিক সে সময়ে কাবুল ও দিল্লির সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে উষ্ণ হয়েছে। ভারত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে তারা ঘোষণা করেছে, কাবুলে তাদের অফিসকে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসের মর্যাদা দেওয়া হবে। এ পদক্ষেপ ভারতের নীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কারণ, একসময় ভারত তালেবানকে পাকিস্তানের প্রক্সি বা হাতিয়ার বলে অভিহিত করত। তবে বর্তমান আঞ্চলিক রাজনীতিতে এসব পরিবর্তন খুব একটা বিস্ময়কর নয়। এখন যেন ‘শত্রুর শত্রুই বন্ধু’ নীতি সবার পথনির্দেশক। কাবুল–দিল্লি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তানের জন্য নতুন করে উদ্বেগের কারণ তৈরি করেছে। কারণ, ইসলামাবাদ আশঙ্কা করছে, আবারও পুরোনো ভারত–আফগান জোট পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। আর সেটি হলে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা হুমকি বাড়বে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বহুদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, ভারত টিটিপি ও অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীকে আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দিচ্ছে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সীমান্তের ওপার থেকে জঙ্গি হামলা পাকিস্তানের জন্য বাস্তব নিরাপত্তা হুমকি। কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয়, দেশে সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থানের পেছনে পাকিস্তানের নিজের ব্যর্থতাও কম নয়। পাকিস্তান কখনোই দীর্ঘমেয়াদি, সুসংহত সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল তৈরি করতে পারেনি। নীতির অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা এখনকার পরিস্থিতির অন্যতম কারণ।

# সানায়ে তাকাইচির পুলসিরাত পার হওয়া এবং কোন জাপানের স্বপ্ন তিনি দেখছেন



মনজুরুল হক
সাংবাদিক

ইংরেজি ভাষায় ‘হর্স ট্রেডিং’ বলে একটি অভিব্যক্তি আছে, ঘোড়ার যেখানে কোনো রকম উপস্থিতি নেই। বরং এই অভিব্যক্তি যে ধারণা তুলে ধরে, তা হলো দুটি গোষ্ঠী বা সংগঠনের মধ্যে চলা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা বা দেনদরবার, উভয় পক্ষ যেখানে নিজেদের জন্য সবচেয়ে জুতসই বিবেচিত সুবিধা অন্য পক্ষের কাছ থেকে আদায় করে নিতে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি বজায় রাখে। প্রধানত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্য পক্ষের কাছ থেকে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করে ছাড় আদায় করে নেওয়ার জন্য চালানো আলোচনাকেই বরং এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অনেকটা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

ফলে রাজনীতির চলমান প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এগিয়ে আসার আগে একাধিক পক্ষের মধ্যে ভিন্নভাবে চলতে থাকা আলোচনার বেলায় এই ‘হর্স ট্রেডিং’ অভিব্যক্তির সবচেয়ে জুতসই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কেননা, জড়িত সব কটি পক্ষ সেখানে নিজেদের ঘোড়া সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হওয়া নিশ্চিত করে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যায়। জাপানের রাজনীতিতে অতি সম্প্রতি যা ঘটে চলেছে, এককথায় তা হচ্ছে হর্স ট্রেডিং।

চলতি মাসের শুরুতে সানায়ে তাকাইচি প্রধান ক্ষমতাসীন উদার গণতন্ত্রী দল এলডিপির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ধরে নেওয়া হয়েছিল, জাপানের পরবর্তী এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তিনি হতে চলেছেন। তবে এর ঠিক পরপর তাকাইচির গ্রহণ করা কিছু সিদ্ধান্ত এবং ঘোষিত নীতিগত অবস্থান নিয়ে ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং অবস্থানগত সেই বিভাজন তীব্র হয়ে উঠলে জোটের ছোট অংশীদার জোট ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রচার করলে তীরে এসে তরি ডুবে যাওয়ার মতো আকস্মিকভাবে শেষ মুহূর্তের এক সংকটে সানাইচি এবং তার দল এলডিপিকে পড়তে হয়। এমনকি এ রকম অস্থিরতাও দলের ভেতরে দেখা দিয়েছিল যে অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ‘পুলসিরাত’ পার হতে পারা তো দূরের কথা, তাকাইচির দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় কল্পনার ফানুসও হয়তো আকাশে ওড়ার আগেই ফেটে যেতে পারে। এ রকম আশঙ্কার পেছনে তাকাইচির নিজস্ব কিছু সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

কোমেই পার্টি ২৬ বছরের বন্ধন ছিন্ন করে ক্ষমতাসীন জোট ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর দলের নেতৃত্ব শুরুতে ঘোষণা করেছিল যে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ভোট গ্রহণে দল এলডিপি কিংবা বিরোধীকোনো পক্ষের প্রার্থীকেই সমর্থন করবে না। তবে তাকাইচির ক্ষোভ অবশ্য এতে দূর হয়নি এবং কোমেই পার্টির বিরুদ্ধে অনেকটা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নিম্নকক্ষের পরবর্তী নির্বাচনে এলডিপি কোমেই পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রার্থী মনোনীত করবে। ২৬ বছর ধরে দুই দলের মধ্যে অনেকটা অলিখিত সম্মতি হিসেবে একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রার্থীর মনোনয়ন না দিয়ে বরং পরস্পরের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার নিয়ম বলবৎ ছিল। নীতিগত সেই অবস্থান ভেঙে দিয়ে তাকাইচির একতরফা সেই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর কোমেই পার্টির নেতা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার একফাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে দল কাউকে সমর্থন না করার ইতিপূর্বে প্রচারিত ঘোষণা থেকে সরে এসে এখন বরং নীতিগত কিছু সমন্বয় করার মধ্য দিয়ে বিরোধী জোটের প্রার্থীকে সমর্থন করবে। ফলে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হতে পারায় তাকাইচির স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায় এবং নিম্নকক্ষে বেশ কিছু আসন থাকা দলগুলোর মধ্যে সত্যিকার অর্থের ‘হর্স ট্রেডিং’ শুরু হয়, যার জের এখনো চলছে।

জাপানের সংসদে নিম্নকক্ষের মোট আসনসংখ্যা হচ্ছে ৪৬৫। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে নিয়ে সরকার গঠন করতে হলে ২৩৩টি আসনের সমর্থন প্রয়োজন। নিম্নকক্ষে এলডিপির মোট আসন হচ্ছে ১৯৬, এককভাবে সরকার গঠনের জন্য যা যথেষ্ট নয়। সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনের আগে কোমেই পার্টির সমর্থন নিয়ে এলডিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও সেই নির্বাচনে এলডিপি এবং কোমেই পার্টি উভয় দলকে বেশ কয়েকটি আসন হারাতে হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে সংখ্যালঘু সরকারের প্রধান হিসেবে ইশিবা শিগেরু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কোমেই পার্টি জোট ছেড়ে চলে যাওয়ায় এলডিপিকে এখন সেই দলের ২৪টি আসনের সমর্থন হারাতে হচ্ছে এবং নিজেদের প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থীর পক্ষে নিম্নকক্ষের প্রয়োজনীয় ভোট সংগ্রহ করা দলের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। সে রকম অবস্থান থেকে দল ৩৫টি আসন থাকা জাপান ইনোভেশন পার্টি জেআইপির সঙ্গে হর্স ট্রেডিংয়ে নিয়োজিত হয় এবং বিশেষ কিছু প্রশ্নে ছাড় দিতে সম্মত হওয়ার মধ্য দিয়ে জেআইপিকে দলে ভেড়ানোর জোর তৎপরতা শুরু করে।

জেআইপি অবশ্য কয়েক দিন আগে পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর একক প্রার্থী হিসেবে তাকাইচিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য নিজেদের একক প্রার্থী ঠিক করে নেওয়ার আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল। তবে এলডিপির পক্ষ থেকে দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকাইচি এবং জেআইপির শীর্ষ নেতা হিরোফুমি ইয়োশিমুরার মধ্যে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দুই দল জোটবদ্ধ হতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। ওসাকা শহর এবং কানসাই অঞ্চলভিত্তিক দল জেআইপি আঞ্চলিক বিষয়াবলির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

জেআইপির প্রধান দুটি দাবি হচ্ছে সরকারের কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাস করে কিছু সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্র ওসাকায় সরিয়ে এনে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বাস্তব আকার দেওয়া এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিমার প্রিমিয়াম হ্রাস করা। উভয় দাবি মেনে নিতে তাকাইচি সম্মত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পথে তিনি এখন অনেকটা এগিয়ে গেলেও দুই দলের মিলিতভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি। ফলে ধারণা করা যায়, ছোট কয়েকটি দল এবং নির্দলীয় সাংসদদের সঙ্গে হর্স ট্রেডিং এখনো চলবে এবং ২১ অক্টোবর নিম্নকক্ষে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তা হয়তো অব্যাহত থাকবে।

তবে কথা হচ্ছে, ২১ অক্টোবর নিম্নকক্ষের নির্ধারিত ভোটে কষ্টার্জিত জয় নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সরকারপ্রধানের দায়িত্বে আসীন হওয়ার অর্থ তাকাইচির জন্য অন্যভাবে হয়ে উঠতে পারে সংখ্যালঘু একটি সরকার পরিচালনা করা, যার স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয়মুক্ত হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। এবার দেখা যাক কোন জাপানের স্বপ্ন নিয়ে সানায়ে তাকাইচি জাপানকে পরিচালনা করার নেতৃত্বের হাল ধরতে যাচ্ছেন।

দুইবারের ব্যর্থ চেষ্টার পর তৃতীয়বার দলীয় সভাপতি নির্বাচনের বৈতরণি পার হতে সক্ষম হয়েছেন জাপানের উদার গণতন্ত্রী দলের এই নেত্রী। তবে তৃতীয়বারের সর্বশেষ এই চেষ্টাও যে মসৃণ ছিল, তা অবশ্য বলা যায় না। প্রচার অভিযান চলা অবস্থায় বড় একটি সময় ধরে সমর্থন হারের দিক থেকে তিনি ছিলেন পিছিয়ে ২ নম্বরে। এ ছাড়া পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে চলা বিতর্ক অনুষ্ঠানে নিজেকে সত্যিকার অর্থে সাড়া জাগানো নেতা হিসেবে তুলে ধরতে তেমন সাফল্য তিনি দেখাতে পারেননি। তবে তারপরও শেষ সময়ে এসে অগ্রবর্তী প্রার্থী কোইজুমি শিনজিরোকে ভালো ব্যবধানে পরাজিত



করতে তিনি সফল হয়েছেন। দলের ভেতরের বিভিন্ন উপদলের নেতাদের কাছে বারবার ধরনা দিয়ে নিজের সমর্থন ভিত্তি পোক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ায় এই ফলাফল অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

জাপানের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বলছে তাকাইচির জয়ের পেছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল তারো আসোর নেতৃত্বাধীন এলডিপির সবচেয়ে বড় উপদলের। প্রথম দফার ভোট গ্রহণের পর পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে তাকাইচির পাশাপাশি কোইজুমি টিকে থাকা অবস্থায় আসোর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন তাকাইচি চেয়েছিলেন এবং আসো তার উপদলকে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়ায় তাকাইচির পক্ষে পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছিল। ফলে অনুমান করা যায় প্রধানমন্ত্রীর পদে তাকাইচি আসীন হলেও ‘কিং মেকার’ হিসেবে আসো পেছন থেকে ছড়ি ঘুরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া অব্যাহত রাখবেন। দলীয় নেতৃত্বের পদে বাছাই করে নেওয়া কয়েকজনের বেলায় এই প্রবণতা ভালোভাবে লক্ষ্য করা গেছে। আসোর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে এর আগে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত দলের কয়েকজন নেতা আবারও প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন, জাপানের রাজনীতির জন্য ভালো লক্ষণ যা অবশ্যই নয়।

দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারার দুয়ার তাকাইচির সামনে খুলে যাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নিজের অনুসরণ করতে যাওয়া নীতিমালার কিছু আভাস তিনি তুলে ধরেন। জাপানের আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য সংসদের সব কটি দলের প্রতি আহ্বান জানানো ছাড়াও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে নিজের কিছু ধারণা সেখানে তিনি প্রকাশ করেছেন।

জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, শুল্ক নিয়ে দেখা দেওয়া সমস্যা যেন পুরোপুরি সমাধান করে নেওয়া যায় সে জন্য দুই দেশের আলোচকদের মধ্য অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব রকম পদক্ষেপ নিতে তিনি প্রস্তুত থাকবেন এবং নতুন করে সমস্যা দেখা দিলে দুই দেশের পরামর্শ কমিটি আলোচনায় মিলিত হয়ে সমাধান খুঁজে বের করবে বলে তিনি মনে করছেন। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দ্রুত বৈঠকে মিলিত হয়ে ভারত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে দেখা দেওয়া সমস্যা সামাল দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখার উল্লেখও তিনি করেছেন।

তাকাইচি এলডিপির নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ট্রাম্পের সম্ভাব্য জাপান সফর নিয়ে দুই দেশ আলোচনা শুরু করে। চলতি মাসের শেষ দিকে মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া সফরের যে পরিকল্পনা ট্রাম্প করছেন, জাপানও এখন সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারি কিছু সূত্রের বরাত দিয়ে জাপানের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বলছে ২৭ অক্টোবর থেকে তিন দিনের জন্য জাপান সফরের পরিকল্পনা ট্রাম্প করছেন। টোকিওতে ট্রাম্পকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে জাপান–মার্কিন সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা তাকাইচি অবশ্যই করবেন। তবে শুল্কসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় মিলিত হয়ে জাপানের স্বার্থ রক্ষায় কিছুটা হলেও ছাড় দিতে ট্রাম্পকে রাজি করাতে তিনি সক্ষম হবেন কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

অন্যদিকে তাকাইচির সামনে দেখা দিতে যাওয়া আরেকটি উদ্বেগ হচ্ছে জাপানের এই সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে চীনের নিজস্ব মূল্যায়ন। সংবাদ সম্মেলনে তাকাইচির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল টোকিওর বিতর্কিত ইয়াসুকুনি মন্দির নিয়মিতভাবে সফর করা প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও তিনি অব্যাহত রাখবেন কি না। ১৮৬৮ সালের মেইজি পুনরুত্থানের ঠিক পরপর প্রতিষ্ঠিত ইয়াসুকুনি মন্দিরে যুদ্ধে নিহত জাপানিদের প্রতি সম্মান জানানো হয়, যে তালিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত জাপানের সেই সময়ের কয়েকজন নেতাকেও পরবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াসুকুনি মন্দিরে জাপানের নেতাদের নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যাওয়াকে চীন সন্দেহের চোখে দেখে আসছে এবং তাকাইচি হচ্ছেন জাপানের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন, নিয়মিতভাবে মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে তাকে কখনো পিছপা হতে দেখা যায়নি।

তবে এখন থেকে তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বক্তব্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠায় সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং বলেছেন এ রকম এক পরিস্থিতি তৈরি করে নিতে তিনি আগ্রহী হবেন, বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিকেরা যেখানে নিজ দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া নাগরিকদের প্রতি কোনো রকম বাধার মুখোমুখি না হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে সক্ষম হবেন। অস্পষ্ট এই উত্তরের ব্যাখ্যা দুই দিক থেকেই করে নেওয়া যেতে পারে। ফলে চীন স্বভাবতই এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

জাপানের ক্ষমতাসীন উদার গণতন্ত্রী দল নতুন নেতা বাছাই করে নেওয়ার ঠিক পরপর চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে চীন আশা করছে জাপানি পক্ষ দুই দেশের মধ্যে সম্মত হওয়া চারটি রাজনৈতিক দলিলে উল্লেখ থাকা নীতিমালা ও সম্মতি মেনে চলবে এবং চীন সম্পর্কে ইতিবাচক ও যুক্তিসংগত একটি নীতি গ্রহণ করবে। খুব বেশি কিছু বলা না হলেও ঠিক হুমকি নয় বরং পরোক্ষ একধরনের সতর্কতার প্রতিফলন এখানে লক্ষ্য করা যায়, তাকাইচির জন্য যা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ সম্ভবত হয়ে উঠবে। ফলে ধরে নেওয়া যায়, সরকারের বাইরে কিংবা অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া অবস্থায় যেসব পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন এবং যেসব কথা তিনি বলেছেন, এখন থেকে সেই পথে অগ্রসর হওয়ার আগে অনেক বেশি চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ তাকে নিতে হবে।

তাকাইচি অন্যদিক থেকে জাপানে বিদেশিদের আগমন নিয়ে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা বরাবর প্রকাশ করে গেলেও দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি তিনি সম্ভবত এ কারণে এড়িয়ে গেছেন যে দায়িত্ব গ্রহণের আগে হঠাৎ বিতর্ক আরও সম্প্রসারিত করে নেওয়াকে তিনি হয়তো যুক্তিসংগত মনে করেননি। তবে কিছুটা বিলম্ব হলেও থলের সেই কালো বিড়াল একসময় বের হয়ে এসে নিজের চেহারা ঠিকই দেখাবে বলেও রাজনীতির অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন। বিদেশিদের সামনে হঠাৎ খুলে যাওয়া জাপানের শ্রমের বাজারের দুয়ার এর ফলে আবারও বন্ধ কিংবা সংকুচিত হবে কি না, আগামী দিনগুলোতে তার আভাস সম্ভবত অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

জাপানের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরের এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার আগে দেশের ভেতরের যেসব সমস্যা সামাল দেওয়া নিয়ে তাকাইচিকে ভাবতে হবে, তার মধ্যে শীর্ষে আছে জাপানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তিনি জানালেও কীভাবে তা সম্ভব হবে, সেই পথের নির্দেশনা দেখাতে তিনি সম্ভব হননি।

এ ছাড়া জাপানের প্রতিরক্ষা নীতি নিয়েও কিছু প্রশ্নের জবাব তাকে হয়তো দিতে হবে। জাপানের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করে নিয়ে দেশের সামরিক শক্তি আরও সংহত করার পক্ষে বরাবর তিনি যুক্তি দেখিয়ে গেছেন এবং সমর বল বৃদ্ধির সেই ধারণায় শত্রু হিসাবে বিবেচিত দেশের ঘাঁটিতে আগ বাড়িয়ে হামলা চালানোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হলে সেই ধারণার সমর্থনে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ তিনি নেবেন কি না, সেটি তাকে পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে।

অন্য যে আরেকটি বিষয় নিয়ে তাকাইচি প্রশ্নবিদ্ধ হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, তা হলো জাপানের সমাজে নারী এবং সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য কয়েকটি গোষ্ঠীর বিষয়ে তার অবস্থান। নিজে নারীর প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও নারীর সমান অধিকারের প্রতিফলন তুলে ধরা কয়েকটি বিষয়ে তার অবস্থান অতীতে বিতর্কের সূচনা করে দিয়েছিল। জাপানে স্বামী–স্ত্রীর নিজস্ব পারিবারিক পদবি ব্যবহারের বিরোধিতা তিনি শুরু থেকেই করে গেছেন, এমনকি আইনিভাবে তা স্বীকৃত হওয়ার পরেও। এ ছাড়া সিংহাসনে নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার ঘোরতর বিরোধী তিনি। এসব কিছুর বাইরে সমকামী ও লিঙ্গ পরিবর্তনকারীদের অধিকারকেও সমালোচনার দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন। ফলে সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নিলে এসব বিষয়ে কোন অবস্থান তিনি গ্রহণ করেন, জাপানের সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি দেশের নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানও সেদিকে ঘনিষ্ঠ নজর রেখে যাবে।

## ০ পাঠকের চিঠি

### কুমোর পাড়ার গল্প ও মাটির প্রদীপ

কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি– বোঝাই করা কলসি হাড়ি রবিঠাকুরের সেই হাট কবিতার সেই লাইনগুলো আজও যেন আমাদের মনের মণিকোঠায় ভেসে ওঠে। সেই কুমোর পাড়া,মাটির প্রতীমা থেকে শুরু করে মাটির অন্যান্য জিনিস তৈরীতে ব্যস্ত থাকা গায়ে মাটি মেখে মৃৎশিল্পীরা এ চিত্র যেন চির অমলীন। কুমোর পাড়ায় গেলেই সেই চিত্র আজও যেন চোখে পড়ে।কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা এখন যেন প্রায় তুঙ্গে। দুর্গা পুজা ,লক্ষ্মী পুজোর পর্ব যেতে না যেতেই দীপাবলি উৎসব।। এমনিতেই বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । তাই কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীদের যেন একটুকুও ফুরসত নেই। দিন যত এগোচ্ছে ততই দিনরাত চাকা ঘুরিয়ে মাটির প্রতীমা থেকে শুরু করে মাটির প্রদীপ বানিয়ে চলেছেন মৃৎশিল্পীরা। জোর কদমে মাটির সামগ্রী তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পীরা। পুরুষদের সাথে হাত মেলায় বাড়ির মেয়েরাও। বাড়তি কিছু লাভের আশায় পেটের টানে নিয়ম করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। যেন আজও প্রদীপের নীচে অন্ধকারে থেকে যায় কত মৃৎশিল্পীদের অসহায়তার কথা। কিন্তু সময় ক্রমশঃ বদলেছে। পূর্বের তুলনায় আজ জিনিসের দাম বেড়েছে। অন্যান্য জিনিসের মতই বেড়েছে মাটির দামও। চড়া দামে মাটি কিনে তা দিয়ে প্রদীপ বানালেও বিক্রির সময়ে তেমন লাভের আশা দেখছেন না মৃৎশিল্পীরা।

**শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর**



স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে সৃষ্টি হওয়া অপ্রীতিকর আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দুই জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি সাতজনকে সনাক্ত করা হয়েছে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**পুলিশ প্রথম লাঠিচার্জ করেনি বরং অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়া বাহনে প্রথমে ইট পাথর ছোড়া হয়েছিল, ফল ফলে একজন পুলিশ জওয়ান গুরুতর আঘাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে মন্তব্য**

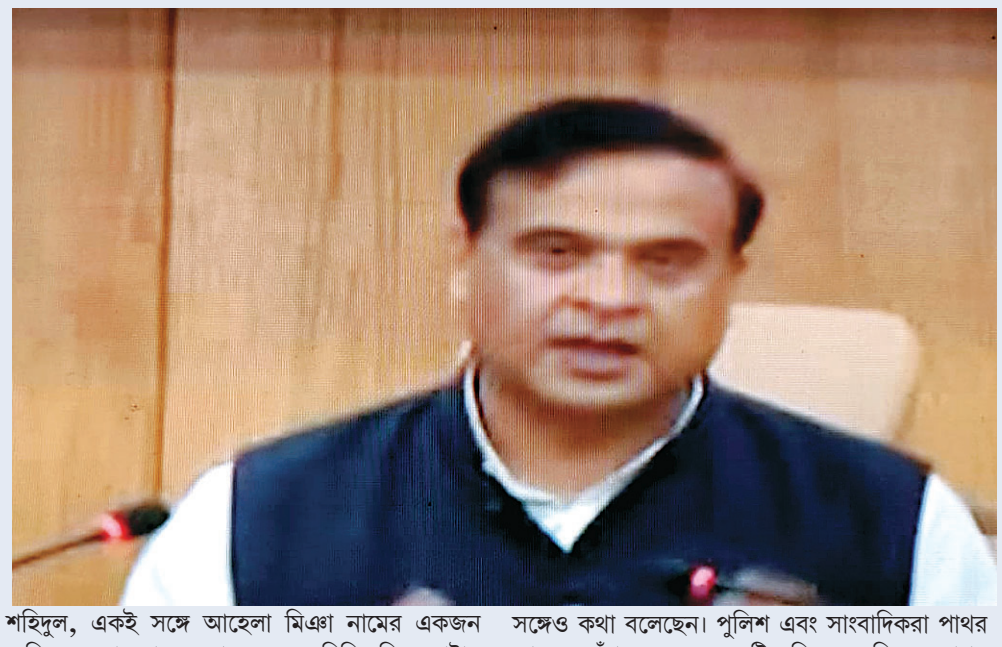

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** বাক্সা জেলার নিকাশিতে নবনির্মিত কারাগারে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে গতকাল সেখানে অপ্রীতিকর আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দুইজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়াও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাতজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর অনুযায়ী পুলিশ প্রথম লাঠিচার্জ করেনি বরং অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়া বাহনে প্রথমে ইট পাথর ছোড়া হয়েছিল। এর ফলে একজন পুলিশ জওয়ান গুরুতর আঘাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানান তিনি।

সিজেএম আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যেহেতু জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের গুয়াহাটি কারাগারে রাখার অনুমতি পাওয়া যায়নি ফলে তাদের বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সাধারণ জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এমনকি একাংশ প্রতিবাদকারী পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ স্তরের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি পুলিশ এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি বাহনে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছিলেন। পুলিশ এবং সাংবাদিককে লক্ষ্য করে অনবরত ঢিল, পাথর ছোড়ার ফলে শতাধিক পুলিশ, সাংবাদিক এবং একাংশ প্রতিবাদকারী আহত হয়েছেন। অবশেষে পুলিশ লাঠি চালিয়ে, কাঁদানো গ্যাস প্রযোগ করে এবং শূন্যে গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করেছে। এমনকি পুলিশের গুলিতে দুইজন যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে চিকিৎসার পর তারা বর্তমান বিপদমুক্ত হয়েছেন। এরপর বাক্সা জেলায় বিএনএস এর ১৬৩ ধারা জারি করার পাশাপাশি জেলাটিতে অনির্দিষ্ট কালীন ভাবে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রেখে পুলিশের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যজনিত কারণে পুলিশ ছুটি নিতে পারবে বলে নির্দেশ জারি করেছে সরকার।

অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে এদিন আযোজিত কেবিনেট বৈঠকের পর সেখানে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন গতকাল বাক্সা কারাগারে সম্মুখে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছে। বিভিন্ন ভিডিও এর মাধ্যমে তাদের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান পর্যন্ত যারা সনাক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মদুলিবাড়ি গ্রামের নুরুল আলম, সারা বড়োল্যান্ড সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা অর্থাৎ এবিআমসুর কার্যকর্তা মহিদুল ইসলাম এবং মুস্তাফা আহমেদ। এছাড়া কারাগারের পাশে থাকা দীঘলটঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শিপজন আলী, একই গ্রামের শহিদুল, একই সঙ্গে আহেলা মিঞা নামের একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে যিনি ডি ভোটার হিসেবে রয়েছেন। অর্থাৎ এই ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিদেশি নাগরিক। ট্রাইব্যুনালে তার মামলা চলছে। একই সঙ্গে রমিজ আলী নামের একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন আশিক। শেষের ব্যক্তি হচ্ছেন হরেকৃষ্ণ পাঠক। তিনি সারা অসম ছাত্র সংস্থার সদস্য হিসেবে ছিলেন। কিন্তু সিএএ আন্দোলনের সময় তাকে ছাত্র সংস্থা থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। এই ৯ জন ব্যক্তির নাম প্রকাশ পেয়েছে। পুলিশ প্রশাসন ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে এই ঘটনা সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া অপবাদও রেখেছে। আগামী দুই একদিনের মধ্যে এক্ষেত্রে আরো নাম প্রকাশ পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এদিন সকালে তিনি মন্ত্রী রঞ্জিত দাসকে এইমসে পাঠিয়েছিলেন। গতকাল ঘটনার সময় আহত হওয়া দুইজন যুবককে এইমসে ভর্তি করানো হয়েছিল। তারা সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাদের দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রচারিত করা হয়েছিল। কিন্তু গতকালের ঘটনায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি। দুইজন ব্যক্তি বর্তমান সুস্থ রয়েছেন এবং আরোগ্যর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে এইমস কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী রঞ্জিত দাসকে অবগত করিয়েছে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী পুলিশ প্রথম লাঠিচার্জ করেনি। শুধুমাত্র একটি ভিডিও ক্লিপ দেখলে ধারণা ভুল হবে। যখন অভিযুক্তদের নিয়ে গুয়াহাটি থেকে গাড়ি যাচ্ছিল তখন সেখানে পেভার্স ব্লক ছিল। প্রায় দেড়শ যুবক পেভার্স ব্লক গুলো খুলে সেটার মাধ্যমে গাড়িতে আক্রমণ করেছিলেন। এর ফলে অসম পুলিশের একজন জওয়ান আঘাত পেয়েছেন। অবশেষে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ফলে পুলিশ সেখানে একত্রিত হওয়ার আগেই অভিযুক্তদের কারাগারে নিয়ে আসার সময়ে পাথর ইট ছোড়া শুরু হয়েছিল। পরের ভিডিওৎগুলো পার্ট পার্ট ভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম ভিডিওতে এই বিষয়টি ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। পুলিশ এবং সাংবাদিকরা পাথর থেকে বাঁচার জন্য একটি ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে চলন্ত গাড়িতে প্রথম আক্রমণ করা হয়েছিল সেটা প্রত্যেকে জানিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন শর্মা।

তিনি বলেন জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তের স্বার্থে আগামী ২১ অক্টোবর অসম পুলিশ একটি দল সিঙ্গাপুর যাবে। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর সরকার অসম পুলিশকে অনুমতি দিয়েছে। মূলত তিনি সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করার পর অসম পুলিশকে সেই দেশে যেতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। অবশেষে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেন। অবশেষে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য সিঙ্গাপুর সরকার পুলিশকে সেখানে গিয়ে তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছে। ফলে আগামী ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জুবিনের মৃত্যু সংক্রান্তে অসম পুলিশের একটি দল আলোচনা করবে। এর মাধ্যমে জুবিনের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের সাহায্য হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা এদিন বলেন সিঙ্গাপুর সরকার অবশেষে অসম পুলিশকে সেখানে যেতে অনুমতি দিয়েছে। দুইজন পুলিশ অফিসারকে যেতে দিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকার। এক্ষেত্রে সেখানে যেতে চাওয়া অফিসারদের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। অসম পুলিশের তরফে দুইজনের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি স্বয়ং এবং অন্য একজন পুলিশ অফিসার সিঙ্গাপুর যাবেন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এসআইটির দুইজন পুলিশ অফিসার সিঙ্গাপুর যাবেন। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর পুলিশের সঙ্গে তদন্ত শুরু করবে অসম পুলিশ। মূলত জুবিনের মৃত্যুর স্থান পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রযোজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অসম পুলিশের দল সিঙ্গাপুরে প্রচেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন এসআইটির প্রধান তথা এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

# ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে জুবিন গর্গের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকারের তরফে গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে আবেদন জানানো হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**এই মামলার ক্ষেত্রে সরকারের তরফে ফেসিয়াল পাবলিক প্রসিকিউটর অর্থাৎ বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিযোগে করার সিদ্ধান্ত**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** রাজ্যের প্রতিজন ব্যক্তি জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় ন্যায়ের দাবি উত্থাপন করেছেন। জাস্টিস ফর জুবিন গর্গ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত রয়েছে। ফলে জুবিনের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নিয়ে ন্যায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে জুবিন গর্গের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকারের তরফে গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে আবেদন জানানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই মামলার ক্ষেত্রে সরকারের তরফে ফেসিয়াল পাবলিক প্রসিকিউটর অর্থাৎ বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিযোগে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

দিশপুরের লোক সেবা ভবনে এদিন আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন নভেম্বরের পর যে কোনো মুহূর্তে এসআইটি চার্জশিট দাখিল করতে পারবে বলে তদন্তকারী সংস্থাটি সরকারকে জানিয়েছে। তবে আইনগতভাবে তাদের হাতে ৯০ দিন থাকলেও ৯০ দিনের ভিতরে তারা তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অভিযোগনামা আদালতে দাখিল করতে পারবে। জুবিনের এই মামলার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করার জন্য গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে অনুরোধ জানানোর জন্য এদিন কেবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে ন্যায় প্রদানের প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে এই উদ্দেশ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করার আবেদন জানানো হবে।

তিনি বলেন প্রত্যেকে জুবিনের জন্য ন্যায় চাইছেন। জাস্টিস ফর জুবিন বলে দাবি করছেন। তবে ন্যায় আদালতে হবে। কিন্তু আদালত এক্ষেত্রে অনেকদিন সময় নিয়ে থাকে। তবে সাধারণ জনতা এই সময় দিতে রাজি নন। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যখনই এই মামলার চার্জশিট দাখিলের সময় আসবে তখন যাতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের ব্যবস্থা তৈরি থাকে। এটা হলে দৈনন্দিন শুনানি হবে এবং অতি শীঘ্র এই চার্জশিটের উপর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। অন্যদিকে কেবিনেটে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের মহাধিবক্তার সঙ্গে আলোচনা করে জুবিনের মামলার জন্য একজন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিযোজিত করা হবে। এই বিশেষ সরকারি আইনজীবীর অন্য কোনো কাজ থাকবে না। জুবিনের মামলায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করা থেকে শুরু করে মামলার রায়দান পর্যন্ত তিনি যাতে শুধুমাত্র এই বিষয়ে নিরন্তরভাবে কাজ করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে কেবিনেট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এখনো নাম নির্ধারণ করা হয়নি রাজ্যের মহাধিবক্তার সঙ্গে আলোচনা করে এক্ষেত্রে নাম চূড়ান্ত করে পরবর্তীকালে ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এসআইটি যেই চার্জশিট কিংবা অভিযোগনামা দাখিল করবে সেটাতে প্রত্যেকে আশ্চর্য হবেন। সেখানে অনেক নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। এটা খুব সহজ বিষয় নয়। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করতে এই জাতির বেশ কিছুদিন সময় লেগে যাবে। সেখানে অনেক বিষয় থাকবে অনেক ধরনের তথ্য থাকবে। সেই সময় সাংবাদিকরা নিজেদেরকে নিজেরা একবার দেখে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ সাংবাদিকরা সেই সময় নিজেদের আত্ম মন্থন করতে পারবেন। তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে পড়েছেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# টুকরো খবর

## অভিযুক্তদের বাক্সা জেলার কারাগারে রাজ আতিথ্য দেওয়ার জন্য নয় বরং নিরাপত্তার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলো মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**তাদের রাজ আতিথ্য দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা সাংবাদিক এবং জুবিনের ঘটনায় প্রতিজন ভুয়া প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় কমিশনে সরকার এফিডেভিট দাখিল করবে বলে ঘোষণা**

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা জনিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।তবে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর অনুযায়ী অভিযুক্তদের বাক্সা জেলার কারাগারে রাজ আতিথ্য দেওয়ার জন্য নয় বরং নিরাপত্তার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিছানা নেই, এয়ার কন্ডিশন নেই, ঠিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। এছাড়া ঠান্ডা পানীয় জল অভিযুক্তদের জন্য নয় বরং পুলিশের জন্য আনা হয়েছিল বলে জানান তিনি। এবার তাদের রাজ আতিথ্য দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা সাংবাদিক এবং জুবিনের ঘটনায় প্রতিজন ভুয়া প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় কমিশনে সরকার এফিডেভিট দাখিল করবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। অসম লোক সেবা ভবনে বৃহস্পতিবার আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের রাজ আতিথ্য দেওয়া হচ্ছে বলে একাংশ সাংবাদিক দাবি করেছেন। বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগার অত্যন্ত ভালো বলে প্রচার করা হয়েছে। অথচ সেই কারাগারে একটি বিছানাও নেই। কেবিনেট বৈঠকের সময় জেল মন্ত্রী মন্ত্রী রুপেশ গোয়ালা সহকর্মীদের বলেছেন সেখানে একটি বিছানাও নেই। যেহেতু এই কারাগার নতুন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে ফলে অনেকে বলেছেন সেখানে এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। অথচ বাস্তবে সেখানে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যন্ত নেই। এছাড়া কোল্ড্রিংস গুলো পুলিশের কনস্টেবলরা পান করেছিলেন। কোল্ড্রিংস গুলো নিজেরা পান করবেন বলে কনস্টেবলরা হাতে রাখার জন্য সেটা অভিযুক্তদের দেওয়া হয়েছে বলে একাংশ সংবাদপত্র খবর প্রকাশ করেছে। তবে অভিযুক্তরা সেটা পান করেন না করেন কিন্তু কর্তব্যরত থাকা পুলিশদের সেটা পান করতে হবে। তারাও জুবিনের অনুরাগী বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোন এক সময় সাংবাদিকদের সেই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই কারাগারে গেলে সাংবাদিকরা বুঝতে পারবেন সেখানে কোথাও কোনো এয়ারকন্ডিশন নেই। এবার একটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে গতকাল যদি দুইজন যুবকের মৃত্যু হতো তাহলে এর দায়িত্ব কে নিতেন। এই দুইজন যুবক গুলিবিদ্ধ হওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ আতিথ্য দেওয়া বলে প্রচার করা চ্যানেলের সাংবাদিকের উপর রয়েছে। এমনকি আইন অনুযায়ী এই সাংবাদিককে গ্রেফতার করা যায়। কারণ সেই সাংবাদিকের হাতে কোনো প্রমাণ নেই। যেই কারাগারে বিছানা পর্যন্ত নেই সেখানে শুধুমাত্র মেট্রেস রয়েছে সেটা নিয়ে ভুয়া প্রচার করা হয়েছে। রাজ আতিথ্য দেওয়ার জন্য নয়, একমাত্র নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অভিযুক্তদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই দুইজন যুবকের যদি মৃত্যু হতো এই মৃত্যুর দায়িত্ব কে নিতেন বলে প্রশ্ন করে তিনি বলেন ঠান্ডা পানীয় বলে প্রচার করা চ্যানেলটিকে নিতে হতো অথবা রাজ আতিথ্য দেওয়া বলে প্রচার করা চ্যানেলটিকে এই দায়িত্ব নিতে হত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি কারোর উপর কঠোর হতে চাইছেন না। প্রত্যেককে জুবিনের অনুরোধই বলে ধরে নিচ্ছেন। তিনি বলেন তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে গতকালের ঘটনার যদি তদন্ত হয় তাহলে প্রথম উস্কানিমূলক প্রচার করার জন্য একটি চ্যানেলের সাংবাদিকের উপর দায়িত্ব আসবে। যেই সাংবাদিক রাজ আতিথ্য দেওয়া বলে প্রচার করেছেন এবং ঠান্ডা পানীয় দেওয়ার বলে প্রচার করেছেন তাদের উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য দায়ী করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাংবাদিকদের ফ্রিডম অফ স্পিচ রয়েছে। কিন্তু সত্য মিথ্যা খবর প্রচার করা কথা বলার অধিকারের অধীনে পড়ে না। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে এলে দুইদিন পর সাংবাদিকরা সেই কারাগার নিজের চোখে দেখে আসতে পারবেন। একটি কারাগার কোনদিনও রাজ আতিথ্য দেওয়ার স্থান হতে পারে না। কারাগার শুধুমাত্র একটি কারাগার। কিভাবে একটি কারাগার রাজ আতিথ্য দেওয়ার স্থান হতে পারে। এত টাকা খরচ করে সেটাকে কারাগার বানানো হয়েছে হোটেল নির্মাণ করা হয়নি। কারাগারে মূলত কি থাকে ছোট ছোট কক্ষ থাকে, একটি কক্ষ থেকে অন্য কক্ষের যেতে না পারার জন্য বড় বড় ওয়াল থাকে। ফলে কারাগারের কোনদিনও রাজ আতিথ্য দেওয়া যেতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যদি একটি হোটেলকে কারাগারে রূপান্তর করা হয় সেটা ভিন্ন বিষয়। উদাহরণ হিসেবে রঞ্জন দৈমারিকে একটি গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছিল। এনডিএফবির বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত জঙ্গিদের চিরাং এর গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছিল। যুক্তির জন্য সেটাকে এক ধরনের রাজ আতিথ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু কারাগারে রাখার পর সেই কারাগার কিভাবে রাজ আতিথ্য দেওয়ার স্থান হতে পারে। তবে নিশ্চিত ভাবে সাক্ষী দেওয়ার জন্য সেই খবর প্রচার করা সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিককে বিচারপতি সৌমিত্র শইকিয়া কমিশন ডেকে পাঠাবে। এছাড়া সরকার এই চ্যানেলের বিরুদ্ধে এফিডেভিট দাখিল করবে। যাতে বিষয়টি বিচারপতি নজরে পড়ে। পুলিশ যদি এক্ষেত্রে তাদের গ্রেফতার করে তাহলে অভিযোগ আসবে। সম্ভবত আগামীকাল বিচারপতি সৌমিত্র শইকিয়া কমিশন সরকার থেকে এফিডেভিট চাইবে। এতদিন ধরে জুবিনের মামলায় যারা যারা ভুয়া প্রচার করেছেন প্রত্যেকের নাম সরকারের এফিডেভিটে থাকবে। যতজন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এক্ষেত্রে ভুয়া প্রচার করেছেন প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়নি অথচ প্রচার মাধ্যম এক্ষেত্রে হুলুস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করেছে কিভাবে পিটিশন দাখিল করা হলো। পিটিশনটিতেই লেখা রয়েছে এটা ডিফেক্টিভ। অর্থাৎ পিটিশনটি শুদ্ধ করে দাখিল না করার জন্য সেটার উপরেই ডিফেক্টিভ পিটিশন বলে লিখে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এই বিষয়টি সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেনি। এছাড়া ডিফেক্টিভ বলে সেই প্রিটিশন আজও সুপ্রিম কোর্টে উঠেনি। অথচ এই বিষয় নিয়ে রাজ্যে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিভাবে পিটেশন দিতে পারে, তিনি হয়তো সিঙ্গাপুরে ছিলেন না গুয়াহাটিতে ঘোরাঘুরি করছিলেন। বিমানে যদি কোনো সিদ্ধার্থ শর্মা যাত্রা করেন তাকে জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা বলে প্রচার করা হলো। অর্থাৎ বারংবার অসমকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নিজের জননী জন্মভূমিকে একাংশ সংবাদ প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনার চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস করেছে। কিন্তু সেটা করা উচিত হয়নি। গতকাল দুইজন যুবকের যদি মৃত্যু হতো তাহলে সাংবাদিকরা বলতেন এর জন্য অসম সরকার দায়ী। কিন্তু মূল দোষ রয়েছে যেই সাংবাদিক রাজা আতিথ্য দেওয়া প্রচার করেছেন। জীবনে যে বাক্সা কারাগার নিজের চোখে দেখেননি সেই সাংবাদিক এই ধরনের সংবাদ প্রচার করেছেন। সিএএ আন্দোলনের সময় পাঁচ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। অথচ এই মৃত ব্যক্তিদের কথা সাংবাদিকরা কোনদিনও ভাবেন কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কখনো সেই ব্যক্তিদের কথা সাংবাদিকদের মনে পড়ে কিনা সেক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। তাদের কথা কারো মনে না পড়লেও তাদের মা-বাবার মনে পড়ে। এই দুজন যুবকের যদি গতকাল মৃত্যু হত তাহলে মা-বাবা সারা জীবনের জন্য নিজের সন্তানদের হারাতেন। সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো কিছুটা টিআরপি পেতো। ফলে প্রযোজন পড়লে কোনো বিষয় জানতে তাকেই প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন গতকাল সকাল ১১ টা পর্যন্ত বাক্সার নবনির্মিত কারাগারে কোনো ব্যক্তির সমাগম হয়নি। সাংবাদিকরা স্বয়ং লাইভে এই কথাগুলো বলেছেন। অবশেষে ৩৪ জন ব্যক্তিকে ডেকে এনে সাংবাদিকরা বাইট নিয়েছিলেন। সেই সময় সাধারণ জনতাকে সাংবাদিকদের তরফে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো বিচারপতি সৌমিত্র শইকিয়া কমিশনে সবিস্তার জানাবে সরকার। সাংবাদিকদের এই ধরনের বাইট নেওয়ার পরেই সেখানে সমাগমের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি এগারোটা নাগাদ জনৈক ছাত্রনেতা হরে কৃষ্ণ পাঠক ফেসবুক লাইভ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিন গর্গের বিরুদ্ধে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী তিন দিন ধরে সাংঘাতিক খারাপ খবর প্রচার করেছিল। যেভাবে তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে সমালোচনা মূলক খবর ছাপা হয় ঠিক সেইভাবে জুবিনের বিরুদ্ধে খবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে অতিষ্ট হয়ে জুবিন স্বয়ং সেই কার্যালয়ে পৌঁছে নিজের স্বমহিমায় সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তবে জুবিন সেই কার্যালয়ে আক্রমণ করেছিলেন বলে সংবাদপত্রটি খবর প্রচারিত করেছিল। অথচ সেই সংবাদ গোষ্ঠী বর্তমান জুবিনের অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিন ডিব্রুগড়ে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিমানে দিল্লি চিকিৎসা করিয়েছিল সরকার। এর জন্য তাকে বিভিন্ন সংবাদপত্র সমালোচনা করেছিল। অথচ সেই সংবাদপত্র গুলো বর্তমান জুবিনের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। এমনকি ২০২০ সালে গুয়াহাটির গণেশগুরিতে কংগ্রেসের কয়েকজন জুবিনকে আক্রমণ করেছিলেন। তবে এক বছর পর জুবিন আদালতে গিয়ে এই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ব্র্যান্ড কি ব্যর্থ, কী বললেন স্যামি

**মুম্বাই ঃ** প্রশ্নটা বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন ড্যারেন স্যামি। তবু শুরুতে বললেন, 'আপনার প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করছি।'

স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে স্যামি যে প্রশ্নটা 'বোঝার চেষ্টা' করছিলেন, সেটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়ে। এটি আইসিসির একমাত্র পূর্ণ সদস্য, যা একক দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে না। ক্যারিবীয় অঞ্চলের বেশ কিছু দেশ নিয়ে গড়ে ওঠা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাঠে ও মাঠের বাইরের বিষয়ে যেভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তাতে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ধারণা'টা ব্যর্থ কি নাএমন প্রশ্নই ছিল স্যামির কাছে।

৪১ বছর বয়সী স্যামি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলেছেন এক দশক, অধিনায়ক হিসেবে জিতেছেন টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপও। এখন একই দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে। এই সময়ে এসে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের' ধারণাটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর আবেগাপ্লুত স্যামি উত্তর দিলেন এভাবে'আমার মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধারণাটাই ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল ব্র্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে এটারই (সাফল্যের) প্রতিনিধিত্ব করে। আমি আগেও বলেছি, যখন আমরা আধিপত্য দেখিয়েছি, সবাই চেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলুক। সব দলই একটা (ভালো ও খারাপ) সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, আমরা এখন যাচ্ছি (খারাপটা)।' ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ১০টি দেশ ও ৫টি অঞ্চলের ক্রিকেটাররা একসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নামে খেলেন। এখন দেশগুলোকে ভাগ করে দিয়ে আইসিসির সদস্য করার কথা উঠছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে যাওয়া ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা নাকি 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' নামের প্রতি 'টান' অনুভব করেন না। এই ওয়েস্ট ইন্ডিজই ওয়ানডে সংস্করণের প্রথম দুটি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন, দুবার জিতেছে টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপও। '৭০ থেকে '৯০ এর দশকে এই দলটি ছিল টেস্ট ও ওয়ানডের প্রতাপশালী দল। আগামীকাল ঢাকায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ সামনে রেখে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্যামির কথায় উঠে এল ক্যারিবীয় দলের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ধারণাটা কখনো ব্যর্থ হবে না। আমি জানি, খেলাটাতে আমরা কত ইতিহাস গড়েছি। একটা সফল ব্র্যান্ড হতে গেলে কী লাগে তা আমি বুঝি। সেটাই এই প্রজন্ম, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড ফেরানোর চেষ্টা করছে।'

অনেক দিন ধরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কঠিন সময় পাড়ি দিতে হচ্ছে। মাঠের ক্রিকেটে পারফরম্যান্স নেই। অর্থনৈতিকভাবেও স্বস্তি নেই। ক্রিকেটার যাঁরা উঠে আসছেন, তাঁরাও ছুটছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পথে। এসব সংকট মাথায় রেখেই স্যামি বলেছেন, 'আমাদের এটা করার পথে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। সেটা অর্থনৈতিকভাবে আছে, আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা বলেছি। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ধারণা কখনো ব্যর্থ হবে না। এটার একটা বড় ইতিহাস ও উত্তরাধিকার আছে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের অনেককেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রেরণা জুগিয়েছে। আমার মাথায় কখনোই এটা কাজ করবে না যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ব্র্যান্ড ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

# বড় দুঃসংবাদ পেল চেলসি, আরও ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে দলের সেরা খেলোয়াড়

**প্যারিস ঃ** চেলসি কোচ এনজো মারেসকা জানিয়েছেন, আরও ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন তাঁর দলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার কোল পালমার।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে চেলসির ২১ গোলে হারের ম্যাচে মাত্র ২১ মিনিট খেলেই মাঠ ছাড়েন পালমার। এর পর থেকে তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। তখন মারেসকা আশা করেছিলেন, অক্টোবরের আন্তর্জাতিক বিরতির পরই হয়তো মাঠে ফিরবেন পালমার। কিন্তু বাস্তবতা অন্য রকম।

আজ এক সংবাদ সম্মেলনে মারেসকা করেছেন, 'আমি ভুল ছিলাম।দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে আরও ছয় সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে। এটাই তার ব্যাপারে সর্বশেষ তথ্য।'

প্রাকমৌসুমেই কুঁচকির চোটে পড়েছিলেন পালমার। তারপরও আগস্টে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে চেলসির প্রথম ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন। কিন্তু চোট পুরোপুরি না সারায় ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে পরের ম্যাচে নামতে পারেননি। ইংল্যান্ডের হয়ে ৬ ও ১০ সেপ্টেম্বরের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচেও ছিলেন না তিনি। এরপর চেলসির হয়ে মাঠে ফিরেছিলেন। তখন তাঁর খেলা তিন ম্যাচের শেষটি ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে। যেটিতে নতুন করে চোট পান। মারেসকা এর আগে আশা প্রকাশ করেছিলেন, পালমারের হয়তো অস্ত্রোপচার লাগবে না। আজও বললেন, 'আমরা কোলকে যতটা সম্ভব সুরক্ষার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে যখন ফিরবে তখন যেন পুরোপুরি ফিট থাকে।' আগামীকাল প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের মুখোমুখি হবে চেলসি। পালমারের অনুপস্থিতি নিয়ে ইতালিয়ান কোচের আক্ষেপ, 'প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় কোল। তার বদলি পাওয়া কঠিন। এখন আমাদের অন্য সমাধান খুঁজতে হবে, অন্য ধরনের দক্ষতা বের করতে হবে। কারণ, কোলের মতো আরেকজন খেলোয়াড় আমাদের নেই। কোল অনন্য।' সাত ম্যাচ শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে চেলসি। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।

# আগামী মাসে ইউরোপে আফ্রিকান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল

**ব্রাজিল ঃ** আগামী মাসে ইউরোপে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে ২০২৫ সাল শেষ করবে ব্রাজিল। গতকাল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানায়। আফ্রিকার দুই দল সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই শেষে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচ খেলা শুরু করেছে ব্রাজিল। ১০ অক্টোবর সিউলে প্রীতি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫০ গোলে হারায় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর ১৪ অক্টোবর টোকিওতে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ৩২ গোলে হারে আনচেলত্তির দল।

অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচপর্ব শেষে এখন নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলার পালা ব্রাজিলের সামনে। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে আগামী ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১৯ নভেম্বরে ফ্রান্সের পিয়েরেমাউরি স্টেডিয়ামে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে নভেম্বরে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আনচেলত্তির দল।

সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বকাপ সামনে রেখে 'আফ্রিকান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দলকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা এনে দিতে' এ দুটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর জুনজুলাইয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আগামী বছরের মার্চে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার ইঙ্গিত দিয়েছে সিবিএফ। ইউরোপে শীর্ষ সারির জাতীয় দলের বিপক্ষে ব্রাজিলের এই সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

সিবিএফে সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সামনে তিনটি আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড়দের যাচাইবাছাই সম্পন্ন করতে চায় ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্ট। মার্চের মধ্যে একাদশ চূড়ান্তের পর বিশ্বকাপ খেলতে উড়াল দেওয়ার আগে মারাকানা স্টেডিয়ামে শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

সেনেগাল দল যথেষ্ট শক্তিশালী। সাদিও মানে, নিকোলাস জ্যাকসন ও কালিদু কুলিবালির মতো খেলোয়াড় আছে সেনেগাল দলে। লিসবনে দুই বছর আগে প্রীতি ম্যাচে সর্বশেষ ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়ে ৪২ গোলে জিতেছিল সেনেগাল। তিউনিসিয়াও বেশ ধারাবাহিক দল। গত সেপ্টেম্বরে আফ্রিকার দ্বিতীয় দল হিসেবে তারা দুই ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয়।

# প্রেমে অনিশ্চয়তা থাকলেও সপ্তাহের শেষে একে অপরকে বুঝতে পারবেন কোন রাশির জাতক

**কলকাতা ঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মেষ রাশি

নিজের কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ সপ্তাহে এগিয়ে যাবেন আপনি। যেকোনো দায়িত্ব বা নতুন কাজ হাতে নিলে তার ফল দ্রুতই দেখতে পাবেন। অফিসে কেউ আপনার নেতৃত্বের গুণ লক্ষ করবে, যা ভবিষ্যতে সুযোগ এনে দিতে পারে। তবে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেওয়া একদম ঠিক হবে না, বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়ে। বিনিয়োগ বা খরচের আগে দুবার ভাবুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছোটখাটো ভুলবোঝাবুঝি হতে পারে, তবে শান্তভাবে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পরিবারের কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বললে মানসিক চাপ কমবে। সপ্তাহের শেষ দিকে কোনো পুরোনো কাজের সাফল্য আপনাকে নতুন উদ্দীপনা দেবে।

বৃষ রাশি

সপ্তাহটি আপনার জন্য বাস্তব উন্নতির সময় হতে পারে। কাজের জায়গায় নিজের ধৈর্য ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আশ্চর্যজনকভাবে ফল দেবে। যেসব কাজ অনেক দিন ধরে স্থগিত রেখেছিলেন, তা সম্পন্ন করার সুযোগ পাবেন। নতুন প্রস্তাব বা পার্টনারশিপের দিক থেকেও ভালো সময়, তবে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখন না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থের স্থিতি থাকবে, এমনকি অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনাও দেখা দেবে। প্রেম বা দাম্পত্যজীবনে আস্থা ও বোঝাপড়া বাড়বে, যা সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। পরিবারে কোনো ছোটখাটো মতভেদ হলেও সেটি সহজে মিটে যাবে। নিজের শারীরিক যত্ন নিতে ভুলবেন নানিয়মিত ঘুম, হালকা ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস এ সময়টাকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলবে।

মিথুন রাশি

আপনার চিন্তাশক্তি ও যোগাযোগের দক্ষতা বাড়বে, যা কাজের জায়গায় আপনাকে সামনে নিয়ে আসবে। তবে কথার সময় একটু বেশি সতর্ক থাকা দরকারহঠাৎ করে বলা কিছু কথা ভুলবোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে। অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে মতের অমিল হলেও তা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামলাতে পারলে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যাবে। পারিবারিক পরিবেশে পুরোনো কোনো বিষয় আবার সামনে আসতে পারে, তাই আবেগের বদলে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। প্রেমে অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা থাকলেও সপ্তাহের শেষ দিকে একে অপরের অনুভূতি বুঝতে পারবেন। এ সপ্তাহে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে রাখাই শ্রেয়। নিজের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে একা কিছু সময় কাটান, এতে মন পরিষ্কার হবে এবং পরবর্তী পরিকল্পনা স্পষ্ট হবে।

কর্কট রাশি

চলতি সপ্তাহে আশপাশের মানুষ, বিশেষ করে বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা পেতে পারেন। পেশাগত জীবনে নতুন কোনো দায়িত্ব বা প্রজেক্ট আসতে পারেপ্রথমে চাপ মনে হলেও পরে বুঝবেন, এটি আসলে আপনার দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ। অফিসে বা ব্যবসায় যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের মতামত শুনে নিন, এতে কাজ সহজ হবে এবং ভুলের আশঙ্কাও কমবে। পারিবারিক জীবনে পুরোনো কোনো মান-অভিমান মিটে গিয়ে সম্পর্কের উষ্ণতা ফিরে আসতে পারে। প্রেমে সংবেদনশীল মুহূর্ত কাটবে, তাই আবেগের সঙ্গে বাস্তবতাও মাথায় রাখুন। আর্থিক দিক ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যাবে, তাই ধৈর্য ধরে এগোলে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাবেন। মানসিক শান্তির জন্য সপ্তাহের শেষ দিকে একটু সময় নিজের জন্য রাখুন, এতে ক্লান্তি দূর হবে এবং নতুন উদ্যম আসবে।

সিংহ রাশি

আত্মসম্মান ও বাস্তববোধএ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে আপনার এ সপ্তাহের মূল চাবিকাঠি। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু এর সঙ্গে পরিশ্রমও বাড়বে। আপনি যদি ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ বা সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বা আলোচনায় আপনার উপস্থিতি প্রভাব ফেলবে। তবে অহংকার বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন যোগাযোগ নষ্ট না করেবিশেষ করে প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে। প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে একটু সময় দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। অর্থের খাতে ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তবে তা বেশির ভাগই দরকারি কাজে যাবে। সপ্তাহের শেষে কোনো ইতিবাচক খবর বা ছোট সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করবে এবং পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করবে।

কন্যা রাশি

আপনার বাস্তববোধ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা চারপাশের মানুষের প্রশংসা কাড়বে। অফিস বা পেশাগত ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আপনার হাতে আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে সুনাম ও উন্নতির পথ খুলে দেবে। সপ্তাহজুড়ে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখুন, এতে দলগত সাফল্য বাড়বে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগই হবে মূল চাবিকাঠি, তাই কথা বলার সময় আবেগের বদলে স্পষ্টতা রাখুন, তবেই ভুলবোঝাবুঝি এড়ানো সম্ভব। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মেনে চললে স্থিতিশীলতা আসবে, বিশেষ করে যাঁরা নিজস্ব ব্যবসা করেন তাঁদের জন্য সময়টি উপযোগী। শারীরিকভাবে ক্লান্তি বা অনিদ্রা দেখা দিতে পারে, তাই যথেষ্ট বিশ্রাম নিন এবং কাজের সময়সীমা ঠিক করে চলুন। সপ্তাহের শেষ দিকে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে পরবর্তী পরিকল্পনায় আরও দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

তুলা রাশি

এ সপ্তাহে নিজেকে প্রমাণ করার ইচ্ছা প্রবল থাকবে, ফলে কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মনোযোগ দুটোই বাড়বে। তবে এর সঙ্গে মানসিক চাপও বাড়তে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। অফিসে দলগত কাজের সময় কিছু মতবিরোধ বা ভুলবোঝাবুঝি হতে পারেকৌশলী হয়ে বিষয়টা সামলাতে পারলে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যাবে। অতিরিক্ত যুক্তি বা আত্মসম্মান দেখাতে গিয়ে সম্পর্কের উষ্ণতা নষ্ট করবেন না। প্রেমে পুরোনো অনুভূতি বা কোনো প্রাক্তনের উপস্থিতি মানসিকভাবে দোলাচল আনতে পারে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সময় নিন ও বাস্তবতা যাচাই করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতি হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোন। মানসিক প্রশান্তির জন্য ধ্যান, সংগীত বা একা কিছু সময় কাটানো এই সপ্তাহে আপনাকে ভারসাম্য ফিরিয়ে দেবে এবং চিন্তা পরিষ্কার করবে।

বৃশ্চিক রাশি

আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। জটিল পরিস্থিতিতেও আপনি ঠান্ডা মাথায় সমাধান খুঁজে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট ধীরে ধীরে সফলতার পথে এগোবেআপনার কৌশলী চিন্তাভাবনা এবার ফল দেবে। কোনো গোপন সুযোগ বা অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রাপ্তির সম্ভাবনাও আছে, তাই সচেতন থাকুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা সন্দেহের প্রবণতা সম্পর্কের উষ্ণতা নষ্ট করতে পারে, তাই সম্পর্কে বিশ্বাস রাখুন এবং স্পেস দিন প্রিয়জনকে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল হলেও এখনই বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। মানসিকভাবে মাঝেমধ্যে অস্থিরতা আসতে পারে, তাই ধ্যান, হাঁটাচলা বা প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটানো মনকে শান্ত রাখবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে নিজের ভেতরের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নতুন করে অনুভব করবেন।

ধনু রাশি

এ সপ্তাহে আপনার পরিকল্পনা করার ক্ষমতা ও ধৈর্যই মূল শক্তি হবে। কাজের জায়গায় সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে ভালো ফলাফল পাবেন। নতুন পরিচিতি বা যোগাযোগ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। প্রেম বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা আসবে, যা দুপক্ষের বোঝাপড়াকে আরও দৃঢ় করবে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত ও সমর্থনমূলক থাকবে, যা মানসিক চাপ কমাবে। অর্থনৈতিক দিক ধীরে ধীরে উন্নতির পথে, বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ ভাগে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করবেন। ভ্রমণ বা বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকলে তা সৌভাগ্য ও নতুন অভিজ্ঞতা বয়ে আনতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য এবং সময় ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দিন, এতে সাপ্তাহিক লক্ষ্যপূরণ সহজ হবে।

মকর রাশি

আপনার দায়িত্ববোধ ও পেশাগত চাপ কিছুটা ক্লান্তি আনতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে আশাব্যঞ্জক ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা উচ্চপদস্থদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক বিষয়ে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে যেকোনো সমস্যা সহজেই সমাধান হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও খোলামেলা যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরি, এতে বোঝাপড়ার ভিত্তি শক্ত হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নতুনভাবে সাজানোর উপযুক্ত সময় এসেছে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে স্থিতিশীলতা অর্জন করুন। শারীরিকভাবে ক্লান্তি বা মানসিক চাপ এড়াতে নিয়মিত বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন। সপ্তাহের শেষে নিজের প্রচেষ্টার ফল এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

কুম্ভ রাশি

এ সপ্তাহে মনোযোগ কিছুটা ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাই একাধিক কাজ একসঙ্গে শুরু না করাই ভালো। ধৈর্য ধরে একেকটি কাজ শেষ করলে ফল ভালো হবে। বন্ধু বা সহকর্মীর কাছ থেকে সহায়তা বা পরামর্শ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি ফলপ্রসূ, বিশেষ করে পরীক্ষা বা নতুন শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে। প্রেম বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধি আসতে পারেনিজের অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করলে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। অর্থনৈতিক দিকে উন্নতি ধীরে ধীরে আসবে, তাই বড় ঝুঁকি এড়িয়ে পরিকল্পনা মেনে চলা শ্রেয়। আত্মোন্নয়ন ও মানসিক শান্তির জন্য ধ্যান, পড়াশোনা বা নিজেকে সময় দেওয়াই এ সপ্তাহের মূল চাবিকাঠি।

মীন রাশি

চলতি সপ্তাহে মানসিক স্থিরতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ আপনার বড় শক্তি হবে। পেশাগত ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে, বিশেষ করে যাঁরা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের সেরা সুযোগ পাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরতা ও বোঝাপড়া বাড়বে, তবে অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিকে বর্তমানকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হবে, তাই বাজেট মেনে চলা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানো ভালো। সপ্তাহের শেষ ভাগে নিজেকে নতুন উদ্দীপনা ও ইতিবাচক শক্তি দিয়ে পূর্ণ মনে করবেন, যা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
18:10:2025



## জুলাই সনদ স্বাক্ষরের সংসদ ভবন এলাকায় 'জুলাই যোদ্ধা' ব্যানারে বিক্ষোভ, লাঠিচার্জ-অগ্নিসংযোগ

**ঢাকা :** জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে আজ দুপুরে সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হওয়া 'জুলাই যোদ্ধা' ব্যানারে কয়েকশো বিক্ষোভকারীকে ধাওয়া ও তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। জুলাই সনদ সংশোধন, সনদকে স্থায়ীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং জুলাই যোদ্ধাদের স্বীকৃতির দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সংসদ ভবনের মূল ফটকের বাইরে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশের বাধা পেরিয়ে সংসদ ভবনের মূল ফটক টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। পরে মূল ফটক উন্মুক্ত করে দেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এসময় ভেতরে ঢুকে জুলাই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করে রাখা মঞ্চের সামনে এসে অতিথিদের জন্য বরাদ্দ চেয়ারে বসে পড়েন 'জুলাই যোদ্ধা' পরিচয় দেওয়া বিক্ষোভকারীরা। এক পর্যায়ে দুপুর একটার কিছুক্ষণ আগে মঞ্চে উঠে যোষণাপত্র সংশোধন করে জুলাই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের সুরক্ষা নিশ্চিতের আশ্বাসও দেন ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রিয়াজ।

# ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর জেলেনস্কির টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

**আলাস্কা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার ফোনালাপে 'অসাধারণ অগ্রগতি' হয়েছে এবং ইউক্রেন ইস্যুতে তারা হাঙ্গেরিতে মুখোমুখি আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। এই অবস্থায় তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গত অগাস্টের পর এই প্রথম ফোনে কথা বললেন তারা। ট্রাম্প দাবি করেছেন, পুতিনের সাথে এই ফোনালাপটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

ওয়াশিংটন ও মস্কোর প্রতিনিধিরা আগামী সপ্তাহে দেখা করবে বলে জানান তিনি।

ট্রাম্প বুদাপেস্টে পুতিনের সাথে তার বৈঠকের তারিখ নিশ্চিত করেননি। ক্রেমলিন জানিয়েছে যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য ফোনালাপের পরে অবিলম্বে শীর্ষ সম্মেলনের কাজ শুরু হবে।

এই আলোচনা এমন এক সময় হলো, যখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আজ শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ট্রাম্প ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছেন, যা রাশিয়ার অভ্যন্তরে গভীরভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। জেলেনস্কি এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেছেন এবং বলেছেন, টমাহকের কথা শুনেই মস্কো দ্রুত সংলাপে ফিরতে চায়।

ফোনালাপের পর নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প লিখেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে তারা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন।

তিনি জানান, দুই দেশের 'উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টারা' আগামী সপ্তাহে একটি অনির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক করবেন, যেখানে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

ট্রাম্প আরও বলেন, শুক্রবার তিনি পুতিনের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে জেলেনস্কিকে অবহিত করবেন।

আমি বিশ্বাস করি, আজকের ফোনালাপে বড় অগ্রগতি হয়েছে, বলেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠক হতে পারে।

পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমরা আমাদের টমাহকের মজুদ শেষ করতে পারি না। আমাদেরও এগুলো দরকার... তাই আমি জানি না, আমরা কী করতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ওলগা স্টেফানিশিনা বলেন, পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপের ঘণ্টা খানেক আগেই রাশিয়া ইউক্রেনে রাতভর হামলা চালিয়েছে, যা প্রকৃত শান্তির প্রতি মস্কোর মনোভাবকে উন্মোচিত করে।

তিনি আরও বলেন, এই হামলাগুলো প্রমাণ করে, মস্কোর কৌশল হলো সন্ত্রাস ও ক্লান্তি সৃষ্টি। এর একমাত্র কার্যকর জবাব হলো চাপকঠোর নিষেধাজ্ঞা, শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা এবং দীর্ঘপাল্লার অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে যে চাপ তৈরি করা যেতে পারে।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান এক্স-এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, বুদাপেস্টে পরিকল্পিত বৈঠক শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য দারুণ খবর।

তিনি আরও বলেন, শান্তির জন্য ধৈর্য, শক্তি ও বিনয় প্রয়োজন। ইউরোপকে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। অহংকার ও যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালার পরিবর্তে আমাদের রাশিয়ার সঙ্গে সংলাপে যেতে হবে। কেবল সংলাপই আমাদের মহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে।

উল্লেখ্য, গত আগস্টে আলাস্কায় ট্রাম্প ও পুতিনের মুখোমুখি বৈঠক শান্তি আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনতে ব্যর্থ হয়। ওই বৈঠকের পর পুতিনের প্রতি ট্রাম্পকে বেশ কঠোর অবস্থান নিতেও দেখা যায়।

রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রার হামলা শুরু করেছিল। গত ১৫ই অগাস্ট যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে ট্রাম্প আশা করেছিলেন, তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তি আলোচনায় রাজি করাতে পারবেন।

এর কয়েকদিন পর ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে জেলেনস্কির বৈঠক চলাকালে হঠাৎ পুতিনকে ফোন করেন।

এরপর থেকে হোয়াইট হাউস বা ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে আর কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের কথা জানানো হয়নি।

যুক্তরোষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নিজের প্রচারণায় ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় ফিরেই কয়েক দিনের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারবেন। তবে পরে স্বীকার করেন, এই সংকট সমাধান তার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কঠিন।

আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ট্রাম্পকে রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করা হতো। আবার গত ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে জেলেনস্কিকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করার পর তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন চরমে পৌঁছায়।

তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক অনেকটাই উন্নত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প তার অবস্থানে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইউক্রেন তার মূল ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

শুক্রবার জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফরের সময় টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি আলোচনার শীর্ষে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২,৫০০ কিলোমিটার দূরেও আঘাত করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দেখা যাক... হতে পারে।

গত জুলাইয়ের শেষ দিকে ট্রাম্প পুতিনকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার জন্য দুই সপ্তাহের সময়সীমা দিয়েছিলেন, অন্যথায় রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেন।

তবে পুতিন আলাস্কায় বৈঠকে রাজি হওয়ায় ট্রাম্প সেই হুমকি কার্যকর করেননি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ট্রাম্পের এক দাবিকে ঘিরে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ট্রাম্প আগের দিন বলেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

তবে ভারতের এক সরকারি মুখপাত্র জানান, গতকাল দুই নেতার মধ্যে কোনো কথোপকথন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারত, চীন ও নেটো সদস্য দেশগুলোকে রুশ জ্বালানি কেনা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। জেলেনস্কিও বারবার এই আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

# টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র চাইতেই কি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন জেলেনস্কি

**ওয়াশিংটন ।** ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শুক্রবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে ট্রাম্পের চিন্তাভাবনা চলার মধ্যেই এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পেলে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে অনেকটা ভেতরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর সুযোগ পাবে ইউক্রেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপের বিষয়ে জানানোর এক দিন পর এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প বলেছেন, ফোনে আলোচনায় পুতিনের সঙ্গে তাঁর 'দারুণ অগ্রগতি' হয়েছে। দুই নেতা হাঙ্গেরিতে মুখোমুখি বৈঠকে বসার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছেন।

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পর দুই নেতার মধ্যে এটিই ছিল প্রথম ফোনে আলোচনা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আলাপ 'খুবই ফলপ্রসূ' হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর প্রতিনিধিদল আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসবে।

বৈঠকের জন্য জেলেনস্কি ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন। জানুয়ারির পর দেশটিতে জেলেনস্কির তৃতীয় সফর এটি। যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট বলেন, 'টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের কথা শুনতেই মস্কো হুড়োহুড়ি করে আলোচনায় ফিরতে চাইছে।'

ইউক্রেনকে ওই উন্নত মানের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার জন্য চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার (১ হাজার ৫০০ মাইল)।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে ভাবছেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমরা দেখছি...দিতে পারি।'

তবে পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর একই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা টমাহকের মজুত ফুরিয়ে ফেলতে পারি না। এগুলো আমাদেরও দরকার...তাই এ বিষয়ে আমরা কী করতে পারি, তা আমি নিশ্চিত নই।'

পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ শেষ হওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য কেমন হবে, তা নিয়ে তাঁর এবং পুতিনের মধ্যে অনেক সময় ধরে আলোচনা হয়েছে।

ট্রাম্প লিখেছেন, দুই দেশের 'উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টারা' আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসবেন। বৈঠকের স্থানটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। ওই বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দেবেন।

ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি আজ শুক্রবার জেলেনস্কিকে তাঁর আর পুতিনের মধ্যকার সর্বশেষ তথ্য জানাবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি মনে করি, আজকের কথাবার্তায় দারুণ অগ্রগতি হয়েছে।'

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান বলেছেন, উপদেষ্টাদের সঙ্গে রুবিওর বৈঠকের এক সপ্তাহ পর পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা হতে পারে।